কোভিড-১৯ মোকাবেলায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন

বাংলাদেশ কৌশলপত্র ২০২০-২০২৩

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকাশনায়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়
জাতিসংঘের শিশু উন্নয়ন বিষয়ক তহবিল (ইউনিসেফ)

যাদের অবদানে প্রণীত (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)
জনাব মুহম্মদ ইবরাহিম, অতিরিক্ত সচিব, পানি সরবরাহ অনুবিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ
মি. দারা জনস্টন, চেয়ারপার্সন, কার্যকরি কমিটি এবং প্রধান, ওয়াশ সেকশন, ইউনিসেফ বাংলাদেশ
জনাব মোঃ সাইফুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
কমোডোর এম সাইদুর রাহমান, বি এন, প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
ড. মোঃ মুজিবুর রহমান, অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অফ এসিয়া প্যাসেফিক, ঢাকা
ড. মুহাম্মদ আশরাফ আলী, অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ, বুয়েট
ড. তানভীর আহমেদ, পরিচালক, আইটিএন-বুয়েট
জনাব মো. শফিউল আরিফ, যুগ্মসচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
জনাব মো. মিজানুর রহমান সিদ্দিক, অতিরিক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
জনাব মো. আনোয়ারুল হক, উপসচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
জনাব মো. হুজুর আলি, উপপ্রধান, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
জনাব মো. কামরুল হাসান, প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা
জনাব মো. সাইফুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কেল, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
জনাব এস এম তুহিনুর আলম, উপ-মহা ব্যবস্থাপক, রাজশাহী ওয়াসা
জনাব মো. নুরুল আমিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম ওয়াসা
জনাব এস কে শফিকুল মান্নান সিদ্দিকী, চিফ কঞ্জারভেন্সি অফিসার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনাব এস এম সোহরাব হোসেন, প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
জনাব মো. রেজাউল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, খুলনা ওয়াসা
জনাব মো. আলমগীর হিরন, কঞ্জারভেন্সি অফিসার, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
জনাব মোস্তফা নিয়াং, ওয়াশ স্পেশালিষ্ট, ইউনিসেফ বাংলাদেশ
জনাব শামসুল গফুর মাহমুদ, ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
জনাব হাসিন জাহান, কান্ট্রি ডিরেক্টর, ওয়াটারএইড বাংলাদেশ
জনাব মো. মনিরুল আলম, ওয়াশ বিশেষজ্ঞ, ওয়াশ সেকশন, ইউনিসেফ বাংলাদেশ
জনাব সৈয়দ আদনান ইবনে হাকিম, ওয়াশ অফিসার, ওয়াশ সেকশন, ইউনিসেফ বাংলাদেশ
মিসেস ক্রিস্টিন ক্লাউথ, প্রোগ্রাম বিশেষজ্ঞ, জলবায়ু ও পরিবেশ, ওয়াশ সেকশন, ইউনিসেফ বাংলাদেশ
জনাব নার্গিস আক্তার, ওয়াশ অফিসার, ওয়াশ সেকশন, ইউনিসেফ বাংলাদেশ
ড. আব্দুল্লাহ আল মুয়ীদ, চিফ অপারেটিং অফিসার, এফএসএম সাপোর্ট সেল, ডিপিএইচই
জনাব এস এম মনিরুজ্জামান, জাতীয় পরামর্শক, পি এস বি, স্থানীয় সরকার বিভাগ
জনাব মোঃ এমদাদুল হক চৌধুরী, যুগ্মসচিব, পিএসবি, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও সদস্য সচিব, কার্যকরি কমিটি

কপিরাইট
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এ প্রকাশনা বা এর কোনও অংশ যথাযথ অনুমোদনসহ যে কোনও আকারে ব্যবহার করা যেতে পারে।

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশে ২০২০ সালের শুরুর দিকে কোভিড-১৯ সংক্রমণ দেখা দেয়ার সময় হতেই এর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় সরকার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে উঠার জন্য ২০২০ সালের ৫ এপ্রিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সরকারের কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এ সংক্রমণের ফলে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত সেবাসমূহের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এবং হাত পরিষ্কার রাখার উত্তম স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার অভ্যাস তৈরি ও প্রচারণা অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তরসমূহকে নিরবিচ্ছিন্ন পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানসহ কোভিড-১৯ মোকাবেলায় বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের হার প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে এবং ৯৮% জনগণের উন্নত উৎস হতে খাবার পানির অভিগম্যতা রয়েছে। এ সকল গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সত্ত্বেও নিরাপদ ও টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনে এখনও বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা ২০৩০ সালের মধ্যে সার্বজনীন নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবায় অভিগম্যতা অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আমি জেনে আনন্দিত যে স্থানীয় সরকার বিভাগ 'কোভিড-১৯ মোকাবেলায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন-বাংলাদেশ কৌশলপত্র ২০২০-২০২৩' প্রণয়ন করছে। এ কৌশলপত্রে শ্রেণি, ধর্ম এবং অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য কোভিড-১৯ এর অভিঘাত মোকাবেলায় ওয়াশ সেক্টরের আশু, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদে করণীয় কার্যক্রমসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি প্রণয়নে যে সকল বিশেষজ্ঞগণ মতামত দিয়েছেন এবং যারা বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন তাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য ইউনিসেফকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কৌশলপত্রটি কোভিড-১৯ মোকাবেলায় পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত সেবাসমূহ নিশ্চিতকরণার্থে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী, এনজিও, সুশীল সমাজ ও বেসরকারি খাতকে সহায়তা করবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে এ কৌশলপত্রটি শুধুমাত্র কোভিড-১৯ এর অভিঘাত মোকাবেলায় সহায়তা করবে না, নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে যা এসডিজি-৬ এবং সরকারের ভিশন ২০৪১ অনুযায়ী উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনে আমাদের অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে।

মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাণী

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণের কারণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জনস্বাস্থ্য বিষয়ে বিশ্বব্যাপী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে। পুরো বিশ্ব এটি মোকাবেলায় কাজ করছে। এ ভাইরাসের কারণে বাংলাদেশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোভিড-১৯ এর ঝুঁকি প্রশমনের জন্য সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যেমন- সন্দেহভাজন আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ, আক্রান্তদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পৃথক করে রাখা ও সংগনিরোধ, স্থানীয় বা আঞ্চলিক পর্যায়ে লকডাউন করা, সকল সরকারি ও বেসরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা ইত্যাদি। এর পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক দূরত্ব কার্যকর করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, আর্থ-সামাজিক ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সরকার আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণা করেছে। এ অতি সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবি সংস্থা, গবেষক, চিকিৎসক, শিল্পপতি, ব্যক্তিখাত ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তা প্রয়োজন।

কোভিড-১৯ সহ সকল সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ) মেনে চলা অপরিহার্য। উন্নত উৎস হতে খাবার পানির অভিগম্যতা ৯৮% এ উন্নীত করে পানি এবং স্যানিটেশনে অভিগম্যতার লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। এখন আমাদের প্রয়োজন সকলের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করা এবং স্বাস্থ্যবিধির ভাল অভ্যাসগুলি প্রতিপালন করা।

বাড়িতে বা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে যেমন স্কুল, মাদ্রাসা ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে ওয়াশ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নিয়মগুলি মেনে চলা কোভিড-১৯ প্রতিরোধের কার্যকর ব্যবস্থা হতে পারে। পানি ও সাবান দিয়ে হাত ধুলে এ ভাইরাসের প্রকোপ থেকে অনেকাংশে নিরাপদ থাকা যায় এবং এটি সবচেয়ে ব্যয় সাশ্রয়ী ও যৌক্তিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা হতে পারে। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় স্থানীয় সরকার বিভাগ 'কোভিড-১৯ মোকাবেলায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনে করণীয়' শীর্ষক কৌশলপত্র ২০২০-২০২৩ প্রণয়ন করেছে। এ কৌশলপত্রের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত সেবাসমূহে সকলের জন্য ন্যায়সঙ্গত এবং উন্নততর অভিগম্যতা নিশ্চিত করা।

কৌশলপত্রটি প্রণয়নে সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য আমি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি'র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ কৌশলপত্র প্রণয়নে সহায়তা প্রদান ও অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য সকল অংশীজনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ কৌশলপত্র প্রণয়নে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য ইউনিসেফকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য নিরাপদ পানি ও উন্নততর স্যানিটেশনের পাশাপাশি সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশা করি যে, 'কোভিড-১৯ মোকাবেলায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন- বাংলাদেশ কৌশলপত্র ২০২০-২০২৩' এ লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর কর্মপন্থা গ্রহণে এবং কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

হেলালুদ্দীন আহমদ

NO HANDSHAKE

অতিরিক্ত সচিব
পানি সরবরাহ অনুবিভাগ
স্থানীয় সরকার বিভাগ

মুখবন্ধ

স্থানীয় সরকার বিভাগ কোভিড-১৯ প্রতিরোধে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের মানসম্মত পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিন পরিষেবাসমূহে ন্যায়সঙ্গত অভিগম্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন-বাংলাদেশ কৌশলপত্র ২০২০-২০২৩' প্রণয়ন করেছে। ইউনিসেফ বাংলাদেশ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের পলিসি সাপোর্ট অধিশাখার (পিএসবি) যৌথ নেতৃত্বে গঠিত একটি জাতীয় ওয়ার্কিং কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ বিশেষভাবে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্টেকহোল্ডারদের নিবিড় অংশগ্রহণে এ গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমটি সম্পন্ন করেছে।

এ কৌশলপত্রে বসত-বাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও জনসমাগমস্থলে পর্যাপ্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (Water, Sanitation and Hygiene-WASH) প্রতিপালন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চর্চার মাধ্যমে কোভিড-১৯ এর বিস্তার প্রতিরোধের জন্য ওয়াশ সেক্টরের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কৌশলগত কার্যক্রমসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং মাস্ক ব্যবহারের পাশাপাশি এ কৌশলসমূহ কোভিড-১৯ এর কারণে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং অর্থনীতির বিরুদ্ধে সৃষ্ট হুমকি মোকাবেলায় সার্বিকভাবে প্রথম সারির সুরক্ষা প্রদানে সক্ষম হবে।

এ কৌশলপত্র প্রণয়নে নির্দেশনা প্রদানের জন্য আমি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি'কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কৌশলপত্রটি প্রণয়ন ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক পরামর্শ ও মনিটরিং এর জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি ইউনিসেফ বাংলাদেশ এর জনাব দারা জনস্টনসহ ওয়াশ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগের সকল কর্মকর্তাকে বাংলাদেশের জন্য এ গুরুত্বপূর্ণ কৌশলপত্রটি প্রণয়নে তাদের আন্তরিক ও নিরলস পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এ কৌশলপত্রটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবৃন্দকে তাঁদের অবদানের জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি এ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সকল ওয়াসা ও সিটি কর্পোরেশন, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং নেটওয়ার্ক (আইটিএন)-বুয়েট, ওয়াটার এইড, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত এলসিজি সাব-গ্রুপের সদস্যবৃন্দ, অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী এবং সেক্টর সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী যারা এ কৌশলপত্র প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তাদের সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমি আশা করি যথাযথভাবে ওয়াশ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে কোভিড-১৯ হতে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় এবং বাংলাদেশকে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি-৬ অর্জনে এ কৌশলপত্রটি সহায়তা করবে।

মুহম্মদ ইবরাহিম

যুগ্মসচিব, পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা
স্থানীয় সরকার বিভাগ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মানবদেহে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন (ওয়াশ) পরিষেবার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার শুরু থেকেই বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর স্থানীয় সরকার বিভাগ স্বাস্থ্য, তথ্য ও সম্প্রচার, শিক্ষা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক এনজিও, সেক্টর স্টেকহোল্ডার এবং অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় ওয়াশ সেবা প্রদান করছে এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরিতে কাজ করছে। এ সকল উদ্যোগ কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ধারাবাহিকভাবে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন এবং হাত ধোয়ার বিষয়টি জনগণের অভ্যাসে পরিণত করতে সহায়তা করছে। এ পরিষেবাসমূহ সম্প্রসারণ ও টেকসই করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ 'কোভিড-১৯ মোকাবেলায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন-বাংলাদেশ কৌশলপত্র ২০২০-২০২৩' প্রণয়ন করেছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন, ওয়াশ পরিষেবাগুলির যথাযথ ব্যবহার এবং কোভিড-১৯ প্রতিরোধে তথা জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরুরি পরিস্থিতিতে যথাযথভাবে ওয়াশ সেক্টরের কার্যক্রম পরিচালনা। এ ছাড়া কৌশলপত্রটি উন্নত পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসেবায় বাংলাদেশের সকল নাগরিকদের ন্যায়সঙ্গত অভিগম্যতা নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণে সহায়ক হবে।

এ কৌশলপত্রটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপিকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। কৌশলপত্রটি প্রণয়নে সর্বাত্মক সহায়তার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ কাজটি সম্পাদনে মূল্যবান তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের পানি সরবরাহ অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মুহম্মদ ইবরাহিম-এর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ইউনিসেফ বাংলাদেশের সর্বাত্মক সহায়তা সফলভাবে এ কার্যক্রম সম্পন্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই ইউনিসেফ এর প্রাক্তন ওয়াশ চিফ মি. দারা জনস্টন, ইউনিসেফের ওয়াশ বিশেষজ্ঞ জনাব মো. মনিরুল আলম এবং পলিসি সাপোর্ট অধিশাখার ন্যাশনাল কনসালটেন্ট (সেক্টর সমন্বয়) জনাব এস. এম. মনিরুজ্জামানকে তাদের মূল্যবান অবদান এবং কঠোর পরিশ্রমের জন্য। কৌশলপত্রটি প্রণয়নে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ওয়াসাসমূহ), সিটি কর্পোরেশনসমূহ, আন্তর্জাতিক ট্রেনিং নেটওয়ার্ক (আইটিএন)-বুয়েট, ওয়াটারএইড, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত এলসিজি সাব-গ্রুপের সদস্যগণ, সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী, সেক্টর বিশেষজ্ঞ এবং স্টেকহোল্ডারগণ যারা এ কৌশলপত্রটি প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মূল্যবান অবদান রেখেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে এ কৌশলপত্রটি কোভিড-১৯ অতিমারি মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাকে যথাযথ ওয়াশ কার্যক্রম গ্রহণে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি'র সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ও বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০৪১ অর্জনে সহায়তা করবে।

মোঃ এমদাদুল হক চৌধুরী

KEEP THE
DISTANCE

সূচীপত্র

১. পটভূমি ১৩

২. উদ্দেশ্য ১৫

৩. কৌশলগত অগ্রাধিকার ১৬

৪. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ২১

৫. কোভিড-১৯ ওয়াশ উদ্যোগ ২২

৫.১ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ২২

৫.২ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ওয়াসা) ২২

৫.৩ সিটি কর্পোরেশন ২৩

৬. কোভিড-১৯ মোকাবেলায় আর্থিক সম্পৃক্ততা ২৩

৬.১ জরুরি সেবা প্রদান পর্যায়: আশু করণীয় কার্যক্রম ২৪

৬.২ সিস্টেম শক্তিশালীকরণ পর্যায়: মধ্যমেয়াদি কার্যক্রম ২৭

৬.৩ সিস্টেম সম্প্রসারণ পর্যায়: দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম ৩১

নির্দেশক শব্দ (Acronyms) তালিকা

বিপিজিএমইএ - বাংলাদেশ প্লাস্টিক পণ্য প্রস্তুতকারক ও রফতানীকারক এসোসিয়েশন
বিএনপিআরপি - বাংলাদেশ জাতীয় প্রস্তুতি এবং প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা
বুয়েট - বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
সিসি - সিটি কর্পোরেশন
কোভিড - করোনা ভাইরাস রোগ
ডিএনসিসি - ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
ডিজিএইচএস - স্বাস্থ্যসেবা অধিদপ্তর
ডিএমই - মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
ডিপিএইচই - জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
ডিপিই - প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
ডিপি - উন্নয়ন সহযোগী
ডিআরআর - বিপর্যয় ঝুঁকি হ্রাস
ডিএসসিসি - ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
ডিএসএইচই - মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
ডিটিই - কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
ডিওয়াসা - ঢাকা ওয়াসা
ইইডি - শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
ফানসা - ফ্রেশওয়াটার অ্যাকশন নেটওয়ার্ক
এফআইডি - আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
এফআরসি - ফ্রি রেসিডুয়াল ক্লোরিন
এফএসএম - ফিকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট
এফ ওয়াই - আর্থিক বছর
জি এল এ এ এস - গ্লোবাল এনালাইসিস এন্ড এসেসমেন্ট অব স্যানিটেশন এবং ড্রিংকিং ওয়াটার
আইসিডিডিআর, বি - ইন্টারন্যাশনাল ডায়রিয়াল ডিজিজ রিসার্চ সেন্টার, বাংলাদেশ
আইটিএন - আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ নেটওয়ার্ক
জেএমপি - জয়েন্ট মনিটরিং প্রোগ্রাম
এইচটিআর - হার্ড টু রিচ
এইচসিএফ - স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা
এইচইডি - স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
এইচএসডি - স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত এলসিজি - ডাব্লিউএসএস স্থানীয় পরামর্শদাতা গ্রুপ
এলজিডি - স্থানীয় সরকার বিভাগ
এলজিআই - স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান
এলজিইডি - স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
এলপি - ল্যাট্রিন উৎপাদক
এমএবি - মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ
এমসিএমইএ - বাংলাদেশ সিরামিক উৎপাদনকারী ও রফতানিকারক সমিতি
এমএফআই - মাইক্রো ফিনান্স ইনস্টিটিউট
এম ও ই - শিক্ষা মন্ত্রণালয়
এমওএফ - অর্থ মন্ত্রণালয়
এম ও আই এন্ড বি - তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
এমওএলজিআরডিএন্ডসি - স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
এমওপিএমই - প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
এম ও আর - ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
এম ও এইচ এন্ড এফ ডব্লিউ - স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
এমআরএম - পর্যবেক্ষণ এবং ফলাফল পরিমাপ
এনএফডব্লিউএসএস - পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন এর জন্য জাতীয় ফোরাম
এনজিও - বেসরকারি সংস্থা
ও এন্ড এম - পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ
পিকেএসএফ - পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন
পিটিএ - অভিভাবক শিক্ষক সমিতি
পিএসবি - পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা
পিএস - পৌরসভাসমূহ
এসডিপি - সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা
এসডিজি - টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট
এসএমসি - স্কুল পরিচালনা কমিটি
এসডব্লিউএ - সকলের জন্য স্যানিটেশন এবং পানি
এসএসএস - সিএইচটি - পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা
ইউনিসেফ - জাতিসংঘের শিশু উন্নয়ন বিষয়ক তহবিল
ইউএনইপি - ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম
ওয়াশ - ওয়াটার, স্যানিটেশন এবং হাইজিন
ডব্লিউএইচও - বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
ওয়াসা - পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
ডব্লিউএসএসসিসি - পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সহযোগিতা পরিষদ
ডব্লিউএসপি - নিরাপদ পানি পরিকল্পনা
ডব্লিউএসএস - পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন: বাংলাদেশ কৌশলপত্র ২০২০-২০২৩

লক্ষ্য

নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত সেবা প্রদান, স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রমাণিত কার্যকর ওয়াশ সেবাসমূহের ধারাবাহিকতা নিশ্চিতকরণ ও অভিগম্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশে কোভিড-১৯ সংক্রমণের বিস্তার রোধ।

১. পটভূমি

কোভিড-১৯ সহ সকল প্রকার সংক্রামক রোগের বিস্তারের সময় মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিসহ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সেবাসমূহ নিশ্চিতকরণ অত্যন্ত অপরিহার্য। কোভিড-১৯ প্রতিরোধের জন্য টিকা প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টিকা প্রদানের পাশাপাশি কোভিড-১৯ বিস্তার রোধের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে ওয়াশ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক চর্চাসমূহ প্রতিপালন ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা। প্রতিরোধের এসব ব্যবস্থা স্বাস্থ্য ও অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট মারাত্মক ঝুঁকিসমূহের বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরক্ষা বুহ্য। সাবান ও পানির দ্বারা হাত ধোয়ার মাধ্যমে জীবাণু ধ্বংস করা যায়; তবে এ জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রবাহমান নিরাপদ পানির সরবরাহ থাকা প্রয়োজন। এটি হচ্ছে সবচেয়ে ব্যয় সাশ্রয়ী ও যৌক্তিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

খাবার পানি অভিগম্যতা হার ৯৮ শতাংশে[১] বৃদ্ধি এবং ২০১৯ সালে খোলা জায়গায় মলত্যাগের হার প্রায় শূন্যে (১.৫%)[২] নামিয়ে আনার মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি ও স্যানিটেশন সেবায় অভিগম্যতা অর্জনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। ২০১৮ সালে মোট জনসংখ্যার ৭৪.৮০% বাড়িতে পানি ও সাবান সহযোগে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা ছিল।[৩] বর্তমানে বাংলাদেশের ওয়াশ-এর প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো এ সংক্রান্ত চর্চার উন্নয়ন ঘটানো এবং সেবাসমূহের গুণগতমান বৃদ্ধি করা। এটি বাস্তবায়ন করা হলে দরিদ্র জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং কল্যাণে গৃহীত লক্ষ্যসমূহ সম্পূর্ণভাবে অর্জন করা সম্ভব হবে।

জলবায়ুগত, ভৌগলিক, আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ ওয়াশ সেবাসমূহের গুণগত মান, ধারাবাহিকতা ও টেকসই হওয়ার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এর ফলে এসডিজি'র অভীষ্ট অর্জন বেশ চ্যালেঞ্জিং। দেশের সতের কোটি জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় সাড়ে চৌদ্দ কোটি মানুষ গভীর নলকূপ হতে খাবার পানি সংগ্রহ করে এবং অবশিষ্ট আড়াই কোটি মানুষ পাইপের মাধ্যমে সরবরাহকৃত ব্যবস্থা অথবা অন্য কোন উৎস হতে খাবার পানি সংগ্রহ করে থাকে। তবে, সংগৃহীত পানি নিরাপদ, যা আর্সেনিক বা ই-কোলিমুক্ত এবং মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪২.৬০ শতাংশ আধা ঘন্টা দূরত্বের সফরের মধ্যে এ পানি পাওয়া যায়[৪]। কিন্তু ঘনঘন বৈরি আবহাওয়ার কারণে সেবার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আরো একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয়। শুষ্ক মৌসুমে (মার্চ-জুন) ১৭ লাখের উপর যে পানির উত্তোলন পাম্প বা পানি সরবরাহ পয়েন্ট রয়েছে, তার ১০ শতাংশ অকার্যকর হয়ে যায়[৫]। জুলাই থেকে অক্টোবরে বন্যা ও সাইক্লোনজনিত কারণে দেশব্যাপী পানি সরবরাহ সেবা ক্ষতিগ্রস্ত বা সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হয়।

১. MICS 2019

২. ibid

৩. ibid

৪. ibid

৫. DPHE, Survey Investigation and Research

খোলা জায়গায় মলত্যাগের অবস্থা হতে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পয়ঃনিষ্কাশনের সর্বজনীন অভিগম্যতা অর্জনে অনেক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে এবং বর্তমানে গ্রামীণ এলাকায় এ হার ৩৬.৪০[৬] শতাংশ। এক্ষেত্রে বর্তমানে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ হচ্ছে স্থানীয় প্রেক্ষাপটের সাথে মানিয়ে নিতে পারে এমন স্বল্প ব্যয় ও স্বল্প কারিগরি সুবিধাযুক্ত ওয়াশ পরীক্ষাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ; ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা যেমন শহরের বস্তিসমূহে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপদ স্যানিটেশন ব্যবস্থা চালুকরণ; দুর্গম, উপকুলীয় ও আর্সেনিক প্রবণ অঞ্চলসমূহে ওয়াশ সেবাসমূহ সম্প্রসারণ; স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অপর্যাপ্ত সক্ষমতা এবং সঠিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও সময়মতো প্রয়োজনীয় তহবিল যোগানের অভাব।

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে (এইচসিএফ) -এর বাস্তব চিত্র বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে এ ক্ষেত্রে আরো বিনিয়োগ প্রয়োজন; বিশেষভাবে কোভিড-১৯ এর কারণে জেএমপি গ্লোবাল বেসলাইন প্রতিবেদন ২০১৯[৭] অনুসারে, দেশের এইচসিএফ-এর ৭০ শতাংশে প্রাথমিক পর্যায়ের পানি সুবিধা রয়েছে, ৭১ শতাংশে উন্নত ও ব্যবহারযোগ্য টয়লেট রয়েছে এবং ৫৪ শতাংশের হাত ধোয়ার স্থানে যথাযথ উপকরণ আছে। এ প্রতিবেদনে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈসাদৃশ্য ফুটে উঠেছে এবং তা হলো মাত্র ১১% এইচসিএফে প্রাথমিক পর্যায়ের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুযোগ রয়েছে। মেডিকেল বর্জ্য যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা না করার কারণে জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জড়িত সম্মুখভাগের কর্মীদেরকে অপর্যাপ্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কারণে মারাত্মক ঝুঁকির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এছাড়াও ঘরের বর্জ্য কোভিড-১৯ ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনার কারণে এসব কর্মীদেরকে উচ্চ ঝুঁকির মুখোমুখি করছে।

স্কুলে উন্নততর ওয়াশ সেবা পরিবার ও সমাজকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবে সৃষ্ট রোগ-বালাই থেকে রক্ষার পাশাপাশি কোভিড-১৯ এর ঝুঁকি থেকেও মুক্ত রাখতে সাহায্য করছে এর ফলে শিক্ষার্থীরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারি হচ্ছে এবং পড়াশুনায় আরও ভালো করছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের বিষয়ে পরিবার ও বৃহত্তর সমাজে ইতিবাচক প্রভাব তৈরি করছে। অর্জিত জীবন দক্ষতা এবং স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত চর্চা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনেও অবদান রাখবে। প্রায় ৯২ শতাংশ স্কুলে পানির উন্নত ও কার্যকর উৎস রয়েছে (৮৭% প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, ৯৬% মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে), এবং ৬৫% সহশিক্ষা বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়েদের জন্য কার্যকর, উন্নত এবং তালা বন্ধ ছাড়া ল্যাট্রিন রয়েছে।[৮] তবে শুধুমাত্র ৪৭.৬% বিদ্যালয়ে শৌচাগারের ভিতরে বা আশেপাশে পানি ও সাবানের ব্যবস্থা রয়েছে।

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো, বাংলাদেশ যখন কোভিড-১৯ এর ক্ষতিকর প্রভাব কাটিয়ে উঠে এজেন্ডা-২০৩০ এর পরিকল্পনা অর্জনে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, এমন পরিস্থিতিতে এসডিজি ৬.১ এবং ৬.২ অর্জন একটি কৌশলগত লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এবং দিন দিন এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক প্রণীত এসডিজি অর্থায়ন কৌশল, ২০১৭ অনুযায়ী এসডিজি অর্জনের জন্য অতিরিক্ত ১১.৮০ বিলিয়ন (২০১৫-১৬ এর মূল্যকে স্থির বিবেচনা করে) মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে। এ অতিরিক্ত অর্থের মধ্যে ৯.৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এসডিজি ৬.১ এবং ৬.২ অর্জনে প্রয়োজন হবে[৯]। এসডিজি ৬.১ এবং ৬.২ এর জন্য ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে আর্থিক বরাদ্দ প্রয়োজন ছিল ১.৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। কিন্তু বরাদ্দ ছিল মাত্র ০.৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং অর্থায়নে পার্থক্য ছিল ০.৫১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার[১০]। এসডিজি ৬ এর জন্য ওয়াশ সেক্টরের বাজেট বরাদ্দের প্রায় অর্ধেক ব্যয় সরকারি-খাতের তহবিল থেকে নির্বাহ করা হচ্ছে। বাকী ৩০% বেসরকারি খাত থেকে এবং ২০% উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা থেকে যোগান দেয়া হয়েছে। সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে এ সেক্টরের বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছে; এ খাতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দ ছিল ৫৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। কিন্তু ২০২০-২০২১ অর্থবছরে তা বেড়ে ১,৪৩৮.৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে[১১]।

---

৬. MICS, 2019

৭. Global Baseline report on WASH in Health Care Facilities Published by JMP can be accessed on https:/ / apps.who.int/ iris/ bitstream/ handle/ 10665/ 311620/ 9789241515504-eng.pdf

৮. Bangladesh National Hygiene Follow Up 2018 report

৯. SDG Financing Strategy Bangladesh Perspective; General Economics Division, June 2017

১০. The GLAAS 2018/ 2019 country survey, Bangladesh data, DPHE and WHO

১১. Policy Brief, WASH Budget Scenario in Proposed National Budget FY 2020-2021, WaterAid, UNICEF and PPRC 2020

যদিও ২০১৯-২০২০ অর্থবছর থেকে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ সেক্টরের বাজেট ১৩.২৩% বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু হাইজিন সংক্রান্ত বিষয়াদির জন্য মোট বরাদ্দের মাত্র ৫% বরাদ্দ রাখা হয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশ কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক অভিঘাত মোকাবিলার জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করছে; সেহেতু পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিন খাতেও অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। বিশেষভাবে দূর্গম এলাকায় বসবাসরত সম্প্রদায় বা দুঃস্থ জনগোষ্ঠী যাদের এসব সেবায় অভিগম্যতা নেই তাদের সেবার আওতায় আনতে অধিক বরাদ্ধের প্রয়োজন।

বাংলাদেশ সরকার ওয়াশ সেবার সুফল আরও সম্প্রসারণ করতে চাচ্ছে যাতে একজন থেকে আর একজনে কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমণের তাৎক্ষণিক ঝুঁকি হ্রাস পায়। কোভিড-১৯ মোকাবেলার জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ওয়াশ সেবাগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষাসহ এসব সেবায় সকলের জন্য ন্যায্য অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে চায়। এ উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে এ মন্ত্রণালয়কে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি এবং নাজুক অবস্থার সাথে দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে হবে। পাশাপাশি সেবা প্রদানকারী এবং সেবা গ্রহীতা, উভয়ের জন্য নিরাপদ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। স্বাস্থ্য, তথ্য ও সম্প্রচার, শিক্ষা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সকল স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীজনকে সাথে নিয়ে ওয়াশ সেবা প্রদান এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এ মন্ত্রণালয়কে নিরলসভাবে কাজ করতে হবে। এর ফলে কোভিড-১৯ ভাইরাস বিস্তার রোধে ডব্লিউএইচও এর সুপারিশমালার আলোকে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি এবং হাত ধোয়ার বিষয়টি জনগণের নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হবে।

এ কৌশলপত্রটি কোভিড-১৯ সংক্রান্ত ঝুঁকি বিষয়ে তথ্য আদান-প্রদান, সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের জাতীয় প্রস্তুতি এবং কার্যক্রম পরিকল্পনার (BNPRP)[১২] পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে। এ ওয়াশ কৌশলপত্রটি কোভিড-১৯ জনিত জরুরি পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের ওয়াশ সেক্টর কর্তৃক গৃহীত আশু বা তাৎক্ষণিক, অন্তর্বর্তীকালীন এবং দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রমে সহায়তা করবে। বর্তমান বাস্তবতায় কোন মেয়াদের সময়কাল কত হবে তা অনুমান করা সম্ভব নয়। তবে বর্তমান পরিকল্পনা বিবেচনায় নিয়ে বলা যায় যে তাৎক্ষণিক পর্যায় হয়তো ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত প্রলম্বিত হতে পারে। অপরদিকে, জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন পর্ব এবং ২০২২ এর জুলাই থেকে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদি পর্ব চলতে পারে। অতিমারির পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ের মেয়াদ পরিবর্তন অথবা সমন্বয় করা যেতে পারে।

২. উদ্দেশ্য

এ কৌশলপত্রের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো:

কোভিড-১৯ অতিমারি প্রতিরোধে এবং জনস্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য ওয়াশ সংক্রান্ত কার্যক্রমের প্রভাব আরো কার্যকর করা। নিম্নে উল্লিখিত ওয়াশ সেবার ধারাবাহিকতা এবং অভিগম্যতা সম্প্রসারণ, প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন এবং ওয়াশ সেক্টরের কার্যক্রমকে সুদৃঢ় করার মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে।

- প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যবিধি আচরণ, অনুশীলন, ওয়াশ সেবার যথাযথ ব্যবহারের উন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরুরি পরিস্থিতিতে ওয়াশ সেক্টরের কার্যক্রম বৃদ্ধি;
- অস্বচ্ছল জনগোষ্ঠীসহ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য-সেবা কেন্দ্র এবং জনসমাগমস্থলে নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং পানি ও সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কোভিড-১৯ মোকাবেলা করে কমিউনিটি পর্যায়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসার সক্ষমতা তৈরি;

১২. Government of the People's Republic of Bangladesh, Bangladesh National Preparedness and Response Plan for COVID-19, Bangladesh, Version 6, 2020, Directorate General of Health Services Health Service Division Ministry of Health and Family Welfare

- কোভিড-১৯ অতিমারি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ওয়াশ সেবা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ওয়াশ সংক্রান্ত লাইন এজেন্সিগুলির প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা জোরদার করা;
- কোভিড-১৯ অতিমারি মোকাবেলায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থায়ন সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা;
- আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী এবং বেসরকারী খাতের নিকট থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে কোভিড-১৯ অতিমারির বিস্তাররোধে নিয়োজিত বিভিন্ন দেশকে সহায়তা করা এবং এ অতিমারির নেতিবাচক অভিঘাত মোকাবিলায় জাতীয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে সহায়তা প্রদান; এবং
- এ সেক্টরে সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ বৃদ্ধি করা যাতে এ পরিবর্তিত চাহিদা এবং নাজুক পরিস্থিতির আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হয় এবং পাশাপাশি সেবাপ্রদানকারী ও গ্রহীতা নিরাপদে দায়িত্ব পালন করতে পারে।

৩. কৌশলগত অগ্রাধিকার: এপ্রিল ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৩

- পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত সেবার ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরাসহ সেবা প্রাপ্তিতে বৈষম্য দূর করা এবং পাশাপাশি যেসব মানুষ কোভিড-১৯ সহ অন্যান্য সংকটের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তাদের যত্ন নেওয়া। সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় যারা আছেন তারা হলেন প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ; গৃহহীন মানুষ; এবং যারা সবচেয়ে অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে বাস করেন যেমন যারা কোন রকমে বিভিন্ন জায়গায় অস্থায়ীভাবে বাস করেন, তাছাড়াও স্বল্প আয়ের মানুষদের বসতি, শহরের বস্তি, চর ভূমি[১৩], হাওর অঞ্চল[১৪], চা বাগান, উপকূলীয় অঞ্চল ও পাহাড়ী অঞ্চলে যারা বাস করেন সর্বোপরি গৃহহীন মানুষ এবং এ ভাইরাসের বিস্তার রোধে গৃহীত ব্যবস্থা দ্বারা যাদের জীবিকার সুযোগ সীমিত হয়েছে বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। সংকটকালে নারীরা বিনা বেতনে বেশির ভাগ যত্ন নেওয়ার কাজ করে, তাই নারীদের জন্য লিঙ্গ-সংবেদনশীল কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

  প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত ওয়াশ প্রতিকার (Solutions) সেবা প্রদান নিশ্চিতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। এছাড়া দুর্গম অঞ্চলের জনসাধারণের জন্য বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন যেখানে অন্যান্য গ্রামীণ এলাকার তুলনায় পানি ও স্যানিটেশন অভিগম্যতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারির সংক্রমণ রোধে ঘনঘন হাত ধোয়া একটি জরুরি পদক্ষেপ, বাংলাদেশে এ অতিমারির নেতিবাচক অভিঘাত মোকাবেলায় পানি সরবরাহের টেকসই ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। এ ব্যবস্থাগুলি কেবল কোভিড-১৯ থেকে দুঃস্থ জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করার জন্য অপরিহার্য নয়, পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যসেবা ব্যাহত হলে যেসব রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে এমন সব সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করার জন্যও জরুরি।

- **পানি সরবরাহ ব্যবস্থার নিরাপত্তা এবং পানির গুণগত মান উন্নীতকরণ**

  জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য পানির পয়েন্টগুলোর নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি, কারণ এগুলো একসাথে অনেক পরিবার ব্যবহার করে থাকে। কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে নলকূপের হাতল এবং স্পাউটস (মুখ)/ ট্যাপ ব্যবহারের পূর্বে জীবাণুমুক্ত করতে এবং পানির উৎসকে ক্লোরিনেশন করার জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দান এবং আচরণগত পরিবর্তন প্রয়োজন। ওয়াসা, ডিপিএইচই, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা এবং অন্য সকল কর্তৃপক্ষকে বিনামূল্যে রেসিডুয়াল ক্লোরিন (এফআরসি) পরীক্ষার পাশাপাশি পাইপযুক্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার বিদ্যমান ও নতুন পাইপসমূহের ইনলাইন ক্লোরিনেশন নিশ্চিত করতে হবে। ওয়াসা কর্তৃক অগ্রীম পানি কর আরোপের ব্যবস্থা করা

১৩. Chara tract oflandsurrounded by the waters of an ocean, sea, lake, or stream; it usually means, any accretion in a river course or estuary

১৪. Haor bowl-shaped large tectonic depression

প্রয়োজন যাতে শহরাঞ্চলে নিম্ন-আয়ের কমিউনিটি লোকদের জন্য (এলআইসি) ভর্তুকি প্রদান করা যায়। পানির গুণগতমানের পর্যাপ্ত পরিবীক্ষন এবং পরীক্ষা করা-অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে অধিকতর নিরাপদ পানি সরবরাহের পূর্বশর্ত। নিরাপদ পানি শুধু পানি সরবরাহ অবকাঠামোর মাধ্যমে কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি হ্রাস করে না, অধিকন্তু অন্যান্য পানিবাহিত রোগ যেমন ডায়রিয়া বা টাইফয়েডকেও প্রতিরোধ করে। ফলে পরিবার ও স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার উপর চাপ কমে আসে। স্বল্প মেয়াদের পদক্ষেপগুলো হচ্ছে কারিগরি সহায়তা, গাইডলাইনগুলোর সাথে খাপ খাওয়ানো এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের সরবরাহের পূর্ব-প্রস্তুতি। দীর্ঘমেয়াদে পানি পরীক্ষার সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত, মানবসম্পদের সক্ষমতা এবং কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এছাড়া অন্যান্য পদক্ষেপের মধ্যে সম্পদ ব্যবস্থাপনায় উদ্যোগ এবং গ্রাহক ব্যবস্থাপনার ধারণাকে উৎসাহিত করা। পানি এবং পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশ অবক্ষয়জনিত প্রভাবসহ অন্যান্য ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য পানি সরবরাহ সংক্রান্ত কৌশল বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা ও কার্যক্রম অব্যাহত রাখা আবশ্যক। কোভিড-১৯ এর কারণে লকডাউন কালীন পানির করের জন্য কোন বিলম্ব ফি/চার্জ (সারচার্জ) করা যাবে না। চলমান সেবা অব্যাহত রাখার জন্য যে কোন জরুরি পরিস্থিতিতে ওয়াশ অবকাঠামো মেরামতের জন্য একটি দ্রুত রেসপন্স টিম গঠন করা। অভিযোগের নিষ্পত্তি এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অন-লাইন ওয়ান স্টপ সেবা নিশ্চিত করা।

- **জনস্বাস্থ্য এবং জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য পানি এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার সংকটের অভিঘাত মোকাবেলা করে টিকে থাকার সক্ষমতা ও স্থায়িত্বতা নিশ্চিত করা**

আর্থিক প্রবাহ হ্রাস এবং স্বাভাবিক চলাচলের সীমাবদ্ধতার কারণে পানি সরবরাহ সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ইউটিলিটি কর্তৃপক্ষ, এনজিও এবং অনানুষ্ঠানিক সরবরাহকারীদের সেবা প্রদান অক্ষুন্ন রাখা বা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে। জীবন বাঁচাতে স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি উভয় ক্ষেত্রে সঙ্কট মোকাবেলা করে টিকে থাকতে সক্ষম ও টেকসই এমন ব্যবস্থা প্রয়োজন। পণ্য পরিবহন, পানি, স্যানিটেশন ও পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত পণ্য উৎপাদন সক্ষমতা ও সরবরাহ ব্যবস্থা যে কোন মূল্যে বজায় রাখতে হবে। পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন কর্মী, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মী এবং অনানুষ্ঠানিক বর্জ্য সংগ্রহকারী, যারা কঠিন বর্জ্য, চিকিৎসা বর্জ্য ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত তাদের নিরবিচ্ছিন্নভাবে সেবা প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত সুরক্ষা দিতে হবে। পানি, স্যানিটেশন উভয় খাতের জন্য বিপর্যয়রোধক, জলবায়ু অভিঘাত মোকাবেলায় সক্ষম প্রযুক্তি বা সমাধান প্রাপ্তির পরীক্ষামূলক এবং ক্রমবর্ধমান প্রচেষ্টা চলমান রাখতে হবে।

- **স্বাস্থ্যবিধি প্রচার, সচেতনতা এবং আচরণ পরিবর্তন**

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় হাত ধোয়া বিষয়ক স্বাস্থ্যবিধি পালনের বর্তমান গতির সাথে দীর্ঘমেয়াদে হাত ধোয়া সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার অন্যতম একটি স্তম্ভ হিসেবে সংযুক্ত করতে সকলের জন্য স্বাস্থ্য ও হাতের স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক রোডম্যাপ-এর (HH4A) তৈরিতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্ব দেওয়া উচিৎ। কোভিড-১৯ সংক্রমণ হ্রাসের লক্ষ্যে, বিশেষ করে ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে 'সকলের জন্য স্বাস্থ্য ও হাতের স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক রোডম্যাপ-এর (HH4A) ভিত্তিতে স্বাস্থ্যবিধি আচরণ পরিবর্তন বিষয়ে বহু-অংশীজনভিত্তিক প্রচারণা চালাতে হবে। জাতীয় স্বাস্থ্যবিধি আচরণগত পরিবর্তন অভিযান স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে হতে হবে, তবে বৃহত্তর কভারেজের জন্য বেসরকারি খাত ও উন্নয়ন সহযোগীদের সহযোগিতা নেয়া প্রয়োজন। এ প্রচারাভিযান প্রাথমিকভাবে ডব্লিউএইচও ও ইউনিসেফ এবং ওয়াটার এইড এর নেতৃত্বে বৈশ্বিক হাত ধোয়া উদ্যোগের মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতার দিকে মনোনিবেশ করবে যা পরবর্তীতে কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবেলার জন্য প্রাসঙ্গিক আচরণ পরিবর্তনের বিষয়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয়কেও অন্তর্ভুক্ত করবে। এসকল কার্যক্রমকে পিএসবির অধীনে 'হাইজিন, জেন্ডার এবং অন্তর্ভুক্তি' সংক্রান্ত সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা থিমেটিক গ্রুপের সাথে যুক্ত করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকার বিভাগের পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা'র অধীনে 'হাইজিন, জেন্ডার এবং অন্তর্ভুক্তি' এর জন্য এসডিপি থিমেটিক গ্রুপকে পুনর্জীবিত করা প্রয়োজন, এর ফলে স্বচ্ছভাবে সঠিক তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে। বৈজ্ঞানিক পরামর্শের ভিত্তিতে ওয়াশ সংক্রান্ত ধারাবাহিক এবং যৌক্তিক তথ্য সরবরাহ করতে হবে। এসব তথ্যে সকলের অভিগম্যতা থাকলে জনসাধারণ ঝুঁকি বুঝতে পারবে এবং সে আলোকে ব্যবস্থা নিতে ও পাশাপাশি সঠিক

ও ভুল তথ্যের পার্থক্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। জনসমাগমস্থলে হাত ধোয়ার সুবিধা, নিয়মিত সাবান সরবরাহ, এবং কার্যকর ট্যাপ ও নিষ্কাশন সুবিধাসহ পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা টেকসই করতে হলে যথাযথ ব্যবস্থাপনা মডেল এবং নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে। এ কৌশলপত্র ছাড়াও সরকার আর একটি রোডম্যাপ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে- যেখানে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় হাত ধোয়ার ক্ষেত্রে যে গতি সঞ্চার হয়েছে তা দীর্ঘমেয়াদি হাত ধোয়া সংক্রান্ত স্বাস্থ্য-বিধিকে জনস্বাস্থ্যের অন্যতম একটি স্তম্ভ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যের সাথে একীভূত করা হবে।

- **বিদ্যালয়গুলি পুনরায় চালু করার পূর্বে ওয়াশ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনাসমূহ**

এটা প্রমাণিত যে শিশুরা প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় কোভিড-১৯ দ্বারা সংক্রমণের ক্ষেত্রে কম ঝুঁকিপূর্ণ[১৫]। তবে তারা এখনও সংক্রমণের জন্য সংবেদনশীল এবং উপসর্গ দেখা না গেলেও তারা ভাইরাসটির সম্ভাব্য বাহক হতে পারে[১৬]। স্কুলগুলো রোগ বিস্তার এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান, কারণ এখানে অনেক শিশু একসাথে এবং খুব ঘনিষ্ঠভাবে থাকে। স্কুলে সাবান দিয়ে হাত ধোয়াকে উৎসাহিত করলে তা যেমন ভাইরাসের সংক্রমণ রোধ করে শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা করবে, অপরদিকে স্কুল ও কমিউনিটিতে ভাইরাস সংক্রমণের হারকে শ্লোথ করবে। তাই, শিশুদের মধ্যে কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধ করার জন্য স্কুল খোলার আগে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে বাচ্চারা স্কুলে অবস্থানকালীন সময়ে সাবান দিয়ে হাত ধুতে পারে। স্কুলগুলো পুনরায় খোলার ক্ষেত্রে কী ধরনের সহায়তা প্রয়োজন তা নির্ধারণের লক্ষ্যে স্কুলগুলোর বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা খুব জরুরি। এ মূল্যায়ন করা হলে স্কুলগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট সহায়তা পরিকল্পনা করা সম্ভব হবে এবং নতুন করে খোলার বিষয়ে স্কুলগুলোর প্রস্তুতির মাত্রার উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাস করা সম্ভব হবে। স্কুল পুনরায় খোলার লক্ষ্যে হাত ধোয়ার জন্য একটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে নতুন করে স্কুল খোলা এবং একটি বিস্তারিত কৌশল তৈরি ও বাস্তবায়নের ব্যবধান কমে আসে। ক্রমান্বয়ে স্কুলগুলোতে শৌচাগারের নিকট হাত ধোয়ার ব্যবস্থা বাড়াতে হবে; তবে মূল লক্ষ্য হবে আচরণ পরিবর্তনের জন্য নিবিড় স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করা।

স্কুলের মূল আঙ্গিনায় বা টয়লেটের কাছে বা যেখান থেকে পানি সরবরাহ করা হয় সেখানে দলভিত্তিক হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ সুবিধা যেখানে তৈরি করা হবে সেখানে যেন পর্যাপ্ত জায়গা থাকে যাতে কমপক্ষে ১০/১২ জন শিশু একসাথে হাত ধুতে পারে এবং সেখানে যাতে ভাল পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকে[১৭]। কিছু প্রমানক হতে দেখা যায় যে স্কুলে বাচ্চাদের মধ্যে হাত ধোয়ার আচরণ আস্তে আস্তে পরিবর্তনে Nudges ফলপ্রসূ হতে পারে[১৮]। Environmental Nudges এর জন্য পানি ও সাবানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এগুলো ছাড়া Nudge-ভিত্তিক কৌশল শিক্ষার্থীদের আচরণের পরিবর্তন ঘটাতে পারে না[১৯]। স্কুল-বয়সী বাচ্চাদের এ জটিল সময়ে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া অভ্যাস উৎসাহিত ও টেকসই করার জন্য Environmental Nudges বা ক্ষুদ্র পরিবর্তনগুলোকে একটি বৃহত্তর ও বহুমুখী কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা দরকার। বিদ্যালয়গুলোর জন্য পথানুসরণ (Tracing) ও চিহ্নিতকরণ (Tracking) পদ্ধতির ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে স্কুল সংলগ্ন এলাকায় কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ বাড়লে কার্যকরভাবে সবকিছু বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমন্বিতভাবে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা স্কুলগুলোর প্রবেশ মুখে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করবে[২০] (সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার কার্যকর পদ্ধতি এবং ট্যাপ সুবিধাসহ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা) যাতে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, স্টাফ এবং দর্শনার্থীরা স্কুলে প্রবেশের আগে হাত ধুতে পারে[২১]। বাংলাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিপুল সংখ্যা বিবেচনায় (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) সাবান ও পানি দিয়ে কার্যকর হাত ধোয়ার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যক্তি খাত, স্কুল পরিচালনা কমিটি

১৫. UCL. Children appear half as likely to catch COVID-19 as adults (study pending publication) 2020 [Available from: https:/ / www.ucl.ac.uk/ news/ 2020/ may/ children-appear-half-likely-catch-covid-19-adults.

১৬. Centers for Disease control. Coronavirus Disease 2019 in Children. MMWR Morbidity Mortal Weekly Rep. 2020;69:422–6.

১৭. 3 Star Approach WASH in School, DPE, DSHE, UNICEF 2020

১৮. Biran A, Schmidt W-P, Varadharajan KS, Rajaraman D, Kumar R, Greenland K, et al. Effect of a behaviour-change intervention on hand washing with soap in India (SuperAmma): a cluster-randomised trial. The Lancet Global Health. 2014;2(3): e145-e54.

১৯. Julie Watson and Robert Dreibelbis, Using Environmental Nudges to Improve Hand washing with Soap among School Children, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Covid-19, Hygiene Hub, 2020

২০. 1 tap for 20 students. Note: there is no national standard for student tap ratio.

২১. Minimum 1-meter distance between two student in the class room, WHO 2020

(এসএমসি), অভিভাবক-শিক্ষক এ্যাসোসিয়েশন (পিটিএ) এবং কমিউনিটি গ্রুপের সহায়তার প্রয়োজন হবে। সকলে যাতে এসব সুবিধায় অভিগম্যতা পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। টয়লেটগুলোতে সাবান এবং পানির সাথে কার্যকরি হ্যান্ড ওয়াশিং সুবিধা থাকতে হবে। সুবিধাগুলো সমস্ত ব্যবহারকারীর জন্য প্রবেশাধিকার সহজ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে ৪৭.৬০% বিদ্যালয়ে (৪৪.৮০% প্রাথমিক ও ৪৯.৪০% মাধ্যমিক)[২২] প্রাথমিক পর্যায়ের হাত ধোয়ার সুবিধা রয়েছে[২৩]। স্কুলগুলো যখন খোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে, এ সময় শিশুদেরকে ও শিক্ষকদেরকে স্কুলে ও নিজ নিজ বাড়িতে এ ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে প্রথম থেকেই স্কুলগুলোতে নিয়মিতভাবে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা তৈরি এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি প্রয়োগের সক্ষমতা নিশ্চত করতে হবে।

- **স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলিতে ওয়াশ সেবা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ**

আন্তঃসংক্রমণ বা ক্রস ইনফেকশান এর ঝুঁকি থেকে সম্মুখসারির কর্মীদেরকে রক্ষা করতে স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রগুলিতে ওয়াশ সংক্রান্ত সেবায় অভিগম্যতা তৈরি কোভিড-১৯ মোকাবেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্বল্পমেয়াদে, স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রগুলোতে (কোয়ারেন্টিন সেন্টারসহ) ওয়াশ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা বিশ্লেষণ করে পার্থক্য নির্ধারণের মাধ্যমে উন্নয়ন করা যেতে পারে। পাশাপাশি হাত ধোয়া, পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা ও জীবাণুমুক্তকরণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ হিসেবে এসব সুবিধাদির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে বিনিয়োগ করা এবং দীর্ঘস্থায়ী আচরণ পরিবর্তনের জন্য ব্যবহারিক প্রোটোকলগুলোতে এসব সুবিধাদির পদ্ধতিগত একীভূতকরণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ওয়াশ সেবা সামাজিক নিয়ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্বের রূপরেখা নির্ধারণ করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, হাসপাতাল এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রমকে আরো সুসমন্বিত করা প্রয়োজন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্ব ব্যাংক ও ইওএনইপি এর নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে হাসপাতাল বর্জ্য এবং কোভিড-১৯ রোগীর বর্জ্য যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা করা দরকার যাতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত পরিচ্ছন্নতা কর্মী, পরিবেশ এবং আশেপাশের কমিউনিটির উপর এসব বর্জ্যের ক্ষতিকর ঝুঁকি হ্রাস কমানো যায়।

- **সেক্টর সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ**

কেন্দ্রীয় থেকে স্থানীয় পর্যায়ে এখন শারীরিক চলাচলের বিষয়টি পরিহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। নিরবিচ্ছিন্ন ওয়াশ সেবা নিশ্চিত করতে আন্তঃসেক্টরাল সমন্বয় এবং নির্বাহী সিদ্ধান্তের পারস্পরিক ও উর্ধ-নিম্নমূখী যোগাযোগ জরুরি। গতিশীল সেক্টর সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম ও ডিজিটাল সরঞ্জাম থাকা অত্যাবশ্যক যেগুলোকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে হবে। পানি ও স্যানিটেশন সেবার উন্নয়নের জন্য সমন্বিতভাবে সকল অংশীজনের পারস্পরিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকল অংশীজন- তা সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি খাত, উন্নয়ন সহযোগী বা নাগরিক সমাজ যেই হোক না কেন, কোভিড-১৯ থেকে জনগণকে রক্ষায় সীমিত সম্পদের অধিকতর কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে কিছু না কিছু করার সুযোগ রয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, ঘনবসতিপূর্ণ নগরবস্তি, বাজার, সরকারি বা বেসরকারি বাণিজ্যিক ভবনের প্রবেশমুখ ও গণপরিবহনে হাত ধোয়ার সুবিধা তৈরির মতো তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে সমন্বিত কার্যক্রম বেশি ফলপ্রসূ। পিএসবি-এলজিডি এবং পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত জাতীয় ফোরাম[২৪] এর তত্ত্বাবধানে সেক্টর পর্যায়ে সমন্বয়ের জন্য সেক্টর ডেভলপমেন্ট প্ল্যান (এসডিপি) থিমেটিক গ্রুপগুলি বিশেষত হাইজিন, জেন্ডার এবং ইনক্লুশন থিমেটিক গ্রুপ, স্থানীয় পরামর্শক গ্রুপ-পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। বিশেষত ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সক্ষমতা সমতা ও উন্নততর পরিবীক্ষণ বিষয়ে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে ওয়াশ কার্যক্রমের নিয়মিত তদারকি, রিপোর্টিং, মান নিয়ন্ত্রণ, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার জন্য একটি মেকানিজম প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, এর ফলে প্রয়োজন মতো তাৎক্ষণিক সংশোধন বা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে। কোভিড-১৯ বিবেচনা করে কমিউনিটির সাথে সংযোগের জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড গাইডলাইন তৈরি করা হবে এবং সেটি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে জড়িত অংশীজনের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

২২. National Hygiene Survey, BBS-UNICEF-Water Aid, 2018

২৩. Soap or powder in or within 30 ft of at least one student toilet (Q3.3) AND tap or bucket water in or within 30 ft of at least one student toilet

২৪. The highest national body of approval of WASH sector policy, strategies, bi-laws and sector coordination

- **প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং টেকসই সেবা প্রদান ব্যবস্থা**

বাংলাদেশের জন্য কোভিড-১৯ যেমন প্রথম অতিমারি নয়, তেমনি এটিই শেষ নয়। নীতি-কৌশলকে নতুন করে পর্যালোচনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভবিষ্যতের সংকট হতে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এ জন্য পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিনের সার্বজনীন অভিগম্যতা- অর্জন করতে গিয়ে কোভিড-১৯ এর ঝুঁকির বিষয়টি যেন গুরুত্বহীন হয়ে না যায়। এসব সংকট মোকাবেলার জন্য কার্যক্রম গ্রহণে অর্থ সংগ্রহের অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের বিষয়টি আমাদের মনে রাখা আবশ্যক। ওয়াশ সেবাগুলো সকলের জন্য সাশ্রয়ী হতে হবে। তাই সেবা সরবরাহকারীদের আর্থিক সহায়তা দিতে এবং সেবাগুলোকে সাশ্রয়ী করতে অতিরিক্ত তহবিলের প্রয়োজন হতে পারে। যাদের আর্থিক সামর্থ্য নেই তাদেরকে অর্থ প্রদানের জন্য পানি ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য সম্প্রতি অনুমোদিত সংশোধিত দরিদ্র-সহায়ক কৌশলপত্র ২০২০-এর সাথে এ বিষয়টি সংযুক্ত করতে হবে। স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি কার্যক্রমের আওতায় ইউটিলিটি এবং অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় অভ্যন্তরীণ সম্পদ হতে নির্বাহ করা হবে মর্মে দেখানো হয়েছে এবং কমিউনিটির জন্য বিনামূল্যে করা হবে। পাশাপাশি সেবা চলমান ও ব্যবহারোপযোগী রাখার জন্য কার্যকর পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন। দীর্ঘমেয়াদে ওয়াশ সেক্টরের জন্য একটি শক্তিশালী রাজস্ব মডেল তৈরি করা আবশ্যক, যাতে সবচেয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পানি পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত হয়। স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য পানির সংযোগ বৈধকরণ ও বেসরকারি খাতকে সংশ্লিষ্ট করে দীর্ঘমেয়াদি টেকসই তহবিলের উৎস চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এজন্য আইনি কাঠামোরও অভিযোজন আবশ্যক।

- **টেকসই সমাধান বিশেষত স্বল্প আয়ের ভোক্তাদের জন্য হাত ধোয়ার পণ্য এবং সেবা সরবরাহে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য ব্যক্তিখাতকে প্রণোদনা প্রদান**

সরবরাহ চেইনকে শক্তিশালীকরণ, ভোক্তাদের চাহিদার উন্নতি এবং স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার জন্য ব্যক্তিখাতের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। এর ফলে একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হবে যাতে স্মার্ট Nudges-সমূহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য-বিধি সংক্রান্ত পণ্য বেশি মাত্রায় গ্রহণে চালিকা শক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে। স্যানিটেশন এবং হাত ধোয়া সংক্রান্ত পণ্য ও সেবার বিপণনের জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় (মাইক্রো) পর্যায়ে বেসরকারি খাতের নিকট প্রণোদনা পৌঁছাতে হবে। জনসমাগমস্থলে (স্কুল/ বাজার এলাকায়) কমিউনিটি হ্যান্ড ওয়াশিং স্টেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত প্রচার কার্যক্রম বেসরকারি খাত (সাবান তৈরির কোম্পানিগুলো) তাদের নিজেদের পণ্য প্রচার কৌশলের অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।

- **জাতীয় ও বৈশ্বিক পার্টনারশিপগুলোকে কাজে লাগানো**

আইটিএন-বুয়েট, আইসিডিডিআর-বি, ইউনিসেফ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, উন্নয়নশীল ব্যাংকসমূহ, এনজিও, স্যানিটেশন এন্ড ওয়াটার ফর অল (এসডব্লিউএ), পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন সহযোগী কাউন্সিল (ডাব্লিউএসএসসিসি), ফ্রেশওয়াটার এ্যাকশন নেটওয়ার্ক (এফএনএসএ) এফএসএম নেটওয়ার্ক, ওয়াশ অ্যালায়েন্স, মিউনিসিপাল অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ম্যাব), বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিপিজিএমইএ), বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (এমসিএমইএ) ইত্যাদি জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান।

- **কোভিড-১৯ মোকাবেলাসহ সামগ্রিক কর্মসম্পাদন দক্ষতা উন্নত করতে এ সেক্টরে গবেষণা, গবেষণা প্রমাণ এবং ধারণা সৃষ্টি করা**

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় গৃহীত দেশীয় ও বৈশ্বিক কার্যক্রম এবং ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। ব্যবহারজনিত কারণে দূষিত পানি পরীক্ষা করা কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের একটি সম্ভাব্য পর্যবেক্ষণ হাতিয়ার হতে পারে। কোভিড-১৯ এর নতুন ঢেউ দেশকে আঘাত করার পূর্বে আগাম সতর্কবার্তা প্রদানে এটি সহায়তা করতে পারে। অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোতে যেখানে আরো বর্ধিত গবেষণা এবং প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা আছে সেটি হলো মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং জনস্বাস্থ্য ও নিরাপদ পানির উপর এর অভিঘাত সংক্রান্ত। এসব গবেষণার ক্ষেত্রে যা বিবেচনা করা প্রয়োজন তা হলো অপর্যাপ্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কারণে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মী, কমিউনিটি, রোগী এবং

হাসপাতালের কর্মীদের ঝুঁকি ও রোগ সংক্রমনের পথগুলি মূল্যায়ন করা; নগর বস্তি এলাকায় কোভিড-১৯ মোকাবেলার অভিজ্ঞতা; ব্যবহারিক পরিবর্তনজনিত বিভিন্ন কৌশলের কার্যকারিতা; সেবা প্রদানে উদ্ভাবনকে শক্তিশালীকরণ (যেমন, প্রতিবন্ধীদের জন্য হাত ধোয়ার সমাধান প্রদান); কোভিড-১৯ ছাড়াও অন্যান্য বিবিধ সংকট যেমন ঘূর্ণিঝড়, আম্ফান এবং ২০২০ সালের মৌসুমি বন্যা ইত্যাদি মোকাবেলার অভিজ্ঞতা এবং জরুরি ব্যবস্থাগ্রহণসহ অন্যান্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বাজার-ভিত্তিক সমাধানকে একীভূতকরণ।

৪. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

- পানি ও স্যানিটেশন সেক্টরে সরকারি কর্মসূচি এবং প্রকল্প পরিকল্পনা, লেভারেজ ফান্ড এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের জন্য ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় হচ্ছে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০১১-২০২৫ অনুযায়ী সেক্টরের নীতিমালার/কৌশলপত্র ও উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সমন্বয় সাধনের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের পানি সরবরাহ অনুবিভাগের অধীন পলিসি সার্পোট অধিশাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ গ্রামীণ এলাকায় এবং ৩২৮টি পৌরসভায় পানি এবং স্যানিটেশন সেবা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে (ডিপিএইচই) অপারেশনাল (সেবা) দায়িত্ব প্রদান করেছে।

- ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং রাজশাহী পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ওয়াসা) নিজ নিজ এখতিয়ারের মধ্যে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়বদ্ধ।

- স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) তাদের দায়িত্ব অনুযায়ী স্কুলসহ শহর ও গ্রামীণ অঞ্চলে ওয়াশ অবকাঠামো নির্মাণ করে থাকে।

- বারোটি সিটি কর্পোরেশন এবং ৩২৮টি পৌরসভাও নিজ নিজ এখতিয়ারের মধ্যে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং পরিচ্ছন্ন পরিষেবার জন্য দায়বদ্ধ। বাংলাদেশে প্রায় ৪,৫৭০ টি ইউনিয়ন পরিষদ (গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান) রয়েছে, তারাও জনগণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে দায়বদ্ধ।

- ওয়াশ সেক্টরের সাথে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা, যেমন শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তরসমূহ নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের আওতায় ওয়াশ সেবা এবং স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক আচরণ পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। বাংলাদেশে পানি ও স্যানিটেশন খাতে কয়েকশ এনজিও সক্রিয় রয়েছে। উন্নয়ন সহযোগী এবং এনজিও প্রতিনিধিরা এ সেক্টরের উন্নয়ন ও কার্যকর সেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রদান করে এমন জাতীয় কমিটি এবং ফোরামগুলির সক্রিয় সদস্য।

- বেসরকারি খাত এবং স্থানীয় উদ্যোক্তারা হলেন আর এক ধরনের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার যারা গবেষণা, পণ্য উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনের বিপুল অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এ সেক্টরে ভূমিকা রাখে। সরকারি ও উন্নয়ন খাতের দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার সাথে ব্যক্তিখাত যুক্ত হয়ে দেশে পানি এবং স্যানিটেশন সেবায় উল্লেখযোগ্য বিপ্লব ঘটাতে পারে।

৫. কোভিড-১৯ ওয়াশ উদ্যোগ

৫.১ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)

- কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর থেকে সারা দেশে মোট ২০০০টি হাত ধোয়ার স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে। বিপুল সংখ্যক লোককে হাতের স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলনের সুযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিটি পাবলিক হ্যান্ড ওয়াশিং বেসিনে সাবানের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

- স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশনা অনুযায়ী জনাকীর্ণ এলাকা যেমন বাজার, বস্তি এবং লকডাউন এলাকায় অতিরিক্ত পানির পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে। চর (নদী বিধৌত দ্বীপ) এবং হাওরের মতো দুর্গম এলাকায় পানির পয়েন্ট স্থাপনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। কূপ এবং নতুন পানির পয়েন্টগুলোতে সাবমার্সিবল পাম্প স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক ঘোষিত কোয়ারেন্টিনকৃত এলাকায় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে।

- শহরাঞ্চলে নিরবিচ্ছিন্ন পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, বিতরণ পাইপ নেটওয়ার্ক এবং উৎপাদন পাম্পগুলোর প্রয়োজনীয় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পৌরসভাগুলোর পরামর্শ ও সহযোগিতায় প্রতিটি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের পানি জীবাণুমুক্ত এবং পানি সরবরাহে ব্লিচিং পাউডার এর প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষার মাধ্যমে পর্যাপ্ত ক্লোরিন মাত্রা নিশ্চিত করা হয়েছে।

- গ্রামীণ অঞ্চলে প্রয়োজনীয় স্পেয়ার পার্টস (বিনামূল্যে) সরবরাহের মাধ্যমে শুকনো মওসুমে পানির পয়েন্টগুলো সচল রাখা হয়েছে এবং এর ফলে পানির স্তরের নিম্নগামীতার কারণজনিত সংকট মোকাবেলা করা সম্ভব হবে।

- এ অতিমারিতে পানির বিল বকেয়া থাকলেও, পানি সরবরাহ বিচ্ছিন্ন না করার জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দিয়ে একটি পরিপত্র জারি করেছে।

- ২০২০ সালের এপ্রিল মাস থেকে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সাপ্তাহিক ওয়াশ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ সভার মাধ্যমে দেশের ৬৪ টি জেলায় ওয়াশ সেবা এবং কোভিড-১৯ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ চলমান রয়েছে।

- উপরোক্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য ৪ মিলিয়ন ডলার তহবিল সংগ্রহ করা হয়েছে (সরকার ৩.৪ মিলিয়ন ডলার, ইউনিসেফ ১.৬৬ মিলিয়ন ডলার এবং বিশ্বব্যাংক ০.২ মিলিয়ন ডলার)।

- কোভিড-১৯ এর দীর্ঘমেয়াদি চাহিদা মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হতে ২৩০ মিলিয়ন ডলারে পরিবর্তীত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে (নগর ওয়াশ এর জন্য ৩০ মিলিয়ন ডলার এবং গ্রামীণ ওয়াশ এর জন্য ২০০ মিলিয়ন ডলার)। এসব কার্যক্রমের আওতায় পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ কভারেজ সম্প্রসারণ এবং দুর্গম এলাকায় পানির ব্যবস্থা করা হবে।

৫.২ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ওয়াসাসমূহ)

- ঢাকা ও চট্টগ্রাম ওয়াসা প্রবাহমান পানির সুবিধাসহ জনসমাগমস্থলে ৭০টি হ্যান্ডওয়াশিং স্টেশন স্থাপন করেছে।
- কোভিড-১৯ মোকাবেলায় খুলনা ওয়াসা প্রধান অফিস ও তিনটি আঞ্চলিক অফিসের সামনে তাদের সুবিধাভোগী ও সকলের জন্য সাবান দিয়ে হাত ধোঁয়ার বেসিন ও জীবাণুমুক্তকরণ কেন্দ্র এবং একটি থার্মাল পদ্ধতি স্থাপন করেছে।
- বকেয়া বিলের জন্য বাসা বাড়িতে পানি সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করা সংক্রান্ত স্থানীয় সরকার বিভাগ এর নির্দেশনার আলোকে ওয়াসা নিরবিচ্ছিন্ন পানি সরবরাহ নিশ্চিত করছে।
- ঢাকা এবং রাজশাহী ওয়াসা প্রতিদিন নগরীর প্রধান সড়কগুলোকে জীবাণুমুক্ত করছে।
- ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং রাজশাহী ওয়াসা পানি সরবরাহ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, বিতরণ পাইপ নেটওয়ার্ক এবং উৎপাদন পাম্পগুলির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড এবং তরল ক্লোরিন সংযোজনের মাধ্যমে পানিতে পর্যাপ্ত ক্লোরিন লেভেল রক্ষা করছে।
- ঢাকা ওয়াসা নিবিড় তদারকির মাধ্যমে বিদ্যমান পাবলিক ওয়াটার পয়েন্টগুলি সচল রেখেছে।
- ঢাকা ওয়াসা হটলাইন ১৬১৬২ ব্যবহার করে[২৫] গ্রাহকের কাছ থেকে প্রাপ্ত অভিযোগের সমাধান নিশ্চিত করেছে।
- নিরবিচ্ছিন্ন সেবা নিশ্চিতের জন্য ঢাকা ওয়াসা ট্রিটমেন্ট প্লান্টের সকল পাম্প অপারেটরকে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের ভিতরে খাবার সরবরাহ এবং আবাসন ব্যবস্থা করে কোভিড-১৯ থেকে নিরাপদ রাখার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

৫.৩ সিটি কর্পোরেশন

- ডিএসসিসি এবং ডিএনসিসি কোভিড-১৯ সম্পর্কিত বর্জ্য, যেমন ব্যবহৃত পিপিই, হ্যান্ড গ্লাভস, মাস্ক এবং অন্যান্য সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছে এবং প্রিজম (একটি জাতীয় পর্যায়ের এনজিও) এর সহায়তায় এসব বর্জ্যকে ল্যান্ডফিল-এ ডাম্প করছে। কোভিড-১৯ বর্জ্য যথাযথভাবে সংগ্রহের জন্য লক-ডাউনকৃত এলাকায় গৃহস্থলী পর্যায়ে পলিব্যাগ বিতরণ করেছে।
- বাজার ও জনসমাগমস্থলে ডিএসসিসি এবং ডিএনসিসি উভয়ই ২৫০টি হ্যান্ড ওয়াশিং স্টেশন স্থাপন করেছে।
- ডিএনসিসি বিভিন্ন সময়ে ২৬০০ জন বর্জ্য সংগ্রহকারীকে পিপিই, হ্যান্ড গ্লাভস, মাস্ক, স্যানিটাইজার সরবরাহ করেছে; অপরদিকে ডিএসসিসি ৫৩০০ বর্জ্য সংগ্রহকারীকে মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস এবং ১০০ জন বর্জ্য সংগ্রহকারীকে পিপিই সরবরাহ করেছে। যারা সাধারণত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় কাজ করে থাকেন।

৬. কোভিড-১৯ মোকাবেলায় আর্থিক সম্পৃক্ততা

২০২০ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ওয়াশ সেক্টরের জরুরি, মধ্যবর্তী এবং দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোট ৮৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। তবে সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন পর্যায়ের সময়সীমা এবং অনুমিত ব্যয় সমন্বয় করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার ২৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা দেবে, অন্যান্য উৎস থেকে বাকী ৫৯২ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করা প্রয়োজন যা এ কৌশলপত্রে বর্ণিত রূপরেখার বাস্তবায়ন সম্ভাব্য করে তুলবে। জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থাসমূহের প্রাসঙ্গিক কার্যক্রমসমূহ জাতিসংঘ-বাংলাদেশ কোভিড-১৯ এর আর্থ-সামাজিক পুনরুদ্ধার কাঠামোতে (এসইআরএফ) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২৫. The response time depends on type of service required. However, average response time is 72 hours.

প্রস্তাবিত তহবিল প্রয়োজনীয়তার সংক্ষিপ্তসার নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ক্রমিক	অগ্রাধিকার-প্রাপ্ত কার্যাবলি	বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রধান সংস্থা	সহযোগী/ সহায়তাকারী সংস্থা	অনুমিত বাজেট (মার্কিন ডলার)
৬.১	**জরুরি সেবা প্রদান পর্যায়: আশু করণীয় কার্যক্রম (এপ্রিল ২০২০-জুন ২০২১) ৩৯.৪৮ মিলিয়ন ডলার**			
৬.১.১	সিটি কর্পোরেশন (ওয়াসা'র কার্যক্রম চলমান এমন সিটিসহ) এবং এ, বি ও সি ক্যাটাগরির পৌরসভায় পানি সরবরাহ সচল রাখা	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ ওয়াসা (সকল)	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ এনজিও	৬.৬৮ মিলিয়ন ডলার
৬.১.২	ওয়াসা এলাকা জুড়ে নিয়মিত পরিবীক্ষণ এবং মেরামতের মাধ্যমে পাইপ নেটওয়ার্ক সচল রাখা	ওয়াসা (সকল)	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ সিটি কর্পোরেশন	৩ মিলিয়ন ডলার
৬.১.৩	ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা এলাকার যেসব স্থানে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের সুযোগ নেই সেসব এলাকা, জনপরিসর এবং দুর্বল জনগোষ্ঠী ও গৃহহীন মানুষের নিকট ট্রাকযোগে পানি সরবরাহ করা	ওয়াসা (সকল)/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ এনজিও	স্থানীয় সরকার বিভাগ	১ মিলিয়ন ডলার
৬.১.৪	বস্তিতে বসবাসকারী সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী পানির অভিগম্যতা প্রাপ্তির জন্য স্থানীয় সরকার, ব্যক্তিগত অথবা এনজিওদের মধ্যে পার্টনারশীপ গড়ে তোলা। প্রয়োজন অনুসারে কাছাকাছি কম সেবা প্রাপ্ত এলাকায় পানি সরবরাহ লাইন সম্প্রসারণ	ওয়াসা/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ এনজিও	স্থানীয় সরকার বিভাগ	৫ মিলিয়ন ডলার
৬.১.৫	নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে রাস্তা জীবাণুমুক্তকরণ	ওয়াসা/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা	স্থানীয় সরকার বিভাগ	২ মিলিয়ন ডলার
৬.১.৬	স্পেয়ার পার্টস সরবরাহ এবং অকার্যকর পানি পয়েন্ট মেরামতের জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মেকানিকদের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে গ্রামীণ এলাকার এবং বি ও সি ক্যাটাগরির পৌরসভার ১.৭ মিলিয়ন পাবলিক পানির পয়েন্টকে সচল রাখা	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ ইউনিসেফ/ এনজিও	৩ মিলিয়ন ডলার
৬.১.৭	ডিপিএইচই ফ্রন্টলাইন কর্মী বা ডিপিএইচই মেকানিকদেরকে কাজে লাগিয়ে পর্যায়ক্রমে হ্যান্ড পাম্পের হ্যান্ডল ও স্পাউটের স্যানিটাইজেশন এবং দূষণের ঝুঁকিতে থাকা আশেপাশের পরিবেশকে পরিষ্কার রাখা নিশ্চিত করা	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ ইউনিসেফ/ এনজিও/পৌরসভা	০.২৫ মিলিয়ন ডলার

ক্রমিক	অগ্রাধিকার-প্রাপ্ত কার্যাবলি	বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রধান সংস্থা	সহযোগী/ সহায়তাকারী সংস্থা	অনুমিত বাজেট (মার্কিন ডলার)
৬.১.৮	ডিপিএইচই মেকানিক, পৌরসভা ফ্রন্টলাইন স্টাফ, ডিজিএইচএস স্বাস্থ্যকর্মী, এনজিও ফ্রন্টলাইন কর্মী এবং অন্যান্য মিডিয়া দ্বারা তথ্য প্রচারের মাধ্যমে নলকূপ থেকে পানি সংগ্রহের আগে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া উৎসাহিত করা, প্রচার করা এবং কূপের চারপাশ পরিষ্কার রাখা	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা কাউন্সিলসমূহ/ এনজিও	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ ইউনিসেফ/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	০.২৫ মিলিয়ন ডলার
৬.১.৯	হাসপাতাল, নগর বস্তি , জনপরিসর, কমিউনিটি ক্লিনিক এবং সিটি কর্পোরেশন, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ঘোষিত কোয়ারেন্টিন সেন্টারে পানির উৎসসহ হাত ধোয়ার জন্য ১৫০০০ ফ্যাসিলিটিজ এর ব্যবস্থা করা এবং এসব ফ্যাসিলিটিজে পানি প্রবাহ ও সাবানের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। এসব ফ্যাসিলিটিজে জলাবদ্ধতা (যা এডিস মশা এবং অন্যান্য ভেক্টরজনিত রোগের প্রজনন ক্ষেত্র হতে পারে) এড়াতে পানি পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিত করা	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ ওয়াসা (সকল)/ এলজিইডি/ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/এনজিও	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ ইউএনডিপি/ ইউনিসেফ	৯ মিলিয়ন ডলার
৬.১.১০	স্কুল কার্যক্রম পুনরায় চালুর প্রাক্কালে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রোটোকল, পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা এবং গাইডলাইন প্রণয়ন করেছে। সকল প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা এবং কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোভিড-১৯ মোকাবেলা এবং ওয়াসা সুবিধাদির অবস্থা পর্যালোচনা করে এসব প্রতিষ্ঠানকে প্রস্তুতির আলোকে শ্রেণিবিন্যাস করা	শিক্ষা মন্ত্রণালয়/ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর/ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর/ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ ইউনিসেফ/ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা	১ মিলিয়ন ডলার
৬.১.১১	প্রদর্শন ও রেপ্লিকেশন-এর উদ্দেশ্যে প্রতি জেলায় হ্যান্ড ওয়াশিং ও জীবাণুনাশক সুবিধা সম্বলিত এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কমপক্ষে একটি মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি	শিক্ষা মন্ত্রণালয়/ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ/ ডিজিএইচই/এলজিইডি /ইউনিসেফ/উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	২ মিলিয়ন ডলার
৬.১.১২	বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্য কার্যক্রমে হাত ধোয়াকে দীর্ঘমেয়াদি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসাবে বিবেচনার লক্ষ্যে হাত ধোয়া সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে সৃষ্ট বর্তমান গতিকে চলমান রেখে জাতীয় পর্যায়ে সকলের জন্য হ্যান্ড হাইজিন রোড ম্যাপ তৈরি করা	পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা- স্থানীয় সরকার বিভাগ/ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ ইউনিসেফ/ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা/ ওয়াটারএইড/ এসডিপি হাইজিন থিমেটিক গ্রুপ	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়/ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়/ শিক্ষা মন্ত্রণালয়/ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	০.১ মিলিয়ন ডলার

ক্রমিক	অগ্রাধিকার-প্রাপ্ত কার্যাবলি	বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রধান সংস্থা	সহযোগী/ সহায়তাকারী সংস্থা	অনুমিত বাজেট (মার্কিন ডলার)
৬.১.১৩	যথাযথ হাত ধোয়ার কৌশল, সামাজিক দূরত্ব, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি, পানির সুরক্ষা, ঘরের ক্লোরিনেশন এবং ব্যবহারের আগে হ্যান্ড পাম্পের হ্যান্ডেল স্যানিটাইজেশন সম্পর্কিত বার্তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় সোস্যাল মিডিয়া, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, স্বাস্থ্যকর্মী, টেকসই সামাজিক সেবা (এসএসএস)-পার্বত্য চট্টগ্রাম পাড়া কর্মী, এনজিও ফ্রন্টলাইন কর্মী, কমিউনিটি রেডিও, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে এবং অন্যান্য সম্ভাব্য উপায়ে সারা দেশে প্রচার করা	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ ওয়াসা/ সিটি কর্পোরেশনসমূহ/ পৌরসভাসমূহ/ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর/ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর/ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়/বেসরকারি সংস্থাসমূহ	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ ইউএনডিপি/ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা/ ইউনিসেফ/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	২ মিলিয়ন ডলার
৬.১.১৪	কঠিন ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পানি সরবরাহের অবকাঠামো মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং জীবাণুমুক্তকরণের সাথে জড়িত সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসাসমূহ পৌরসভা এবং ডিপিএইচই কর্মীদের নিরাপত্তা সরঞ্জাম প্রদান	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ ওয়াসা (সকল)/ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা (সকল)	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ ইউএনডিপি/ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা/ ইউনিসেফ/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	৩ মিলিয়ন ডলার
৬.১.১৫	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং সামগ্রিক কর্মসম্পাদন দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এ সেক্টরে গবেষণা, প্রমানক (Evidence), জ্ঞান সৃজনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা (যেমন- কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে ব্যবহারজনিত কারণে দূষিত পানি পরীক্ষা করা, কারণ এ পানি কোভিড -১৯ সংক্রমণের একটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে, মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং অপর্যাপ্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ফলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মী, কমিউনিটি, রোগী এবং হাসপাতালকে ঝুঁকির মুখোমুখি করে এটি কীভাবে কমিউনিটির জনস্বাস্থ্য ও পানির নিরাপত্তার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে তা পর্যালোচনা করা)	পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা-স্থানীয় সরকার বিভাগ/ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ ওয়াসা/ আইসিডিডিআর,বি/ আইটিএন-বুয়েট/ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ ইউনিসেফ/ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	০.৯৫ মিলিয়ন ডলার
৬.১.১৬	পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা-স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরাম -এর তত্ত্বাবধানে সেক্টর ডেভলপমেন্ট প্ল্যান (এসডিপি) থিমেটিক গ্রুপ বিশেষত 'হাইজিন, জেন্ডার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক থিমেটিক গ্রুপ, স্থানীয় পরামর্শক গ্রুপ-পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনকে শক্তিশালী করা	পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা-স্থানীয় সরকার বিভাগ	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ ইউনিসেফ/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	০.২৫ মিলিয়ন ডলার

ক্রমিক	অগ্রাধিকার-প্রাপ্ত কার্যাবলি	বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রধান সংস্থা	সহযোগী/ সহায়তাকারী সংস্থা	অনুমিত বাজেট (মার্কিন ডলার)
৬.২	**সিস্টেম শক্তিশালীকরণপর্যায়: মধ্যমেয়াদি কার্যক্রম (জুলাই ২০২১-জুন ২০২২) ১১৬.৭৭ মিলিয়ন ডলার**			
৬.২.১	ওয়াসা'র কার্যক্রমভুক্ত সিটি কর্পোরেশনসহ সকল সিটি কর্পোরেশন এবং এ, বি এবং সি ক্যাটাগরির পৌরসভায় পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সেবার মূল্যায়ন, ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং সম্প্রসারণসহ অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ সিস্টেম স্থাপন, পানিতে রেসিডুয়াল ক্লোরিন এবং ওয়াটার সেফটি প্ল্যান পরিবীক্ষণ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ ওয়াসা/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ এনজিও/ ইউনিসেফ/ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	১০ মিলিয়ন ডলার
৬.২.২	ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা কার্যক্রমভুক্ত এলাকায় যেখানে পাইপযুক্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নেই সেসব জায়গায় এবং দরিদ্র ও গৃহহীন মানুষের জন্য ট্রাকের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ ওয়াসা/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ এনজিও/ ইউএনডিপি/ ইউনিসেফ	৫ মিলিয়ন ডলার
৬.২.৩	নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে রাস্তা জীবাণুমুক্তকরণ	ওয়াসা/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা	স্থানীয় সরকার বিভাগ	৫ মিলিয়ন ডলার
৬.২.৪	১.৭ মিলিয়ন সরকারি হস্তচালিত নলকূপ এবং সংলগ্ন এলাকা স্যানিটাইজিং এবং বালতি বা ঘরোয়া ক্লোরিনেশন করার জন্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ ও স্থানীয় পর্যায়ে সক্ষমতা নিশ্চিত করা। নিয়মিতভাবে পানি সংগ্রহের আগে হ্যান্ড পাম্প হ্যান্ডেল (Hand pump handle) এবং স্পাউট (Spouts) নিয়মিত জীবাণুমুক্ত করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোসহ একটি প্রোটোকল তৈরি করা	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন/ এনজিও	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ ইউনিসেফ	১ মিলিয়ন ডলার
৬.২.৫	দেশ জুড়ে জনসমাগমস্থলে হাত ধোয়ার সুবিধার প্রয়োজনীয়তা পুনর্বার পর্যালোচনা করা এবং এজন্য একটি প্রকল্প তৈরি করা (পানি এবং সাবান সুবিধাসহ) জনসমাগমস্থলে ২৫,০০০ হাত ধোয়ার সুবিধা স্থাপন (পানি ও সাবানসহ) এবং পরিচালনা করা	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ ওয়াসা/ এলজিইডি/ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা এনজিও	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ বেসরকারি খাত/ ইউএনডিপি/ ইউনিসেফ/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	২০ মিলিয়ন ডলার
৬.২.৬	গ্রাম ও শহরের ২,০০০ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে ওয়াশ সুবিধা নিশ্চিতকরণে বিশেষত চলমান পানিসহ জেন্ডার সংবেদনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক টয়লেটসহ সরবরাহ এবং হাত ধোয়ার স্টেশন স্থাপন	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ স্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ/ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/ এনজিও	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ বেসরকারি খাত/ ইউনিসেফ/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	৩ মিলিয়ন ডলার
৬.২.৭	স্বাস্থ্যসেবা ফ্যাসিলিটিজগুলোতে কঠিন ও পয়ঃবর্জ্য এবং মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য মডেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম স্থাপন করা	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ এনজিও	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ বেসরকারিখাত/	২ মিলিয়ন ডলার

ক্রমিক	অগ্রাধিকার-প্রাপ্ত কার্যাবলি	বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রধান সংস্থা	সহযোগী/ সহায়তাকারী সংস্থা	অনুমিত বাজেট (মার্কিন ডলার)
			ইউনিসেফ/ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	
৬.২.৮	কোভিড-১৯ মোকাবেলায় কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওয়াশ সুবিধা এবং ওয়াশ জনিত ব্যবহার পর্যালোচনা অব্যাহত রাখা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ নতুন করে খোলার পূর্বে প্রস্তুতির মাত্রার উপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রেণিবিন্যাস করা	শিক্ষা মন্ত্রণালয়/ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর/ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর/ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর/ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি/ ইউনিসেফ/ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	১ মিলিয়ন ডলার
৬.২.৯	স্কুলগুলোকে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর রাখার লক্ষ্যে জীবাণুমুক্ত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলনে সহায়তা করার জন্য শিক্ষকদেরকে ওরিয়েন্টেশন প্রদান	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর/ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর/ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর/ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ এলজিইডি/ স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি	শিক্ষা মন্ত্রণালয়/ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ/ ইউনিসেফ/ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	৫ মিলিয়ন ডলার
৬.২.১০	৩০,০০০ স্কুলে সাবান, ট্যাপযুক্ত পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত এবং পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধাসহ হাত ধোয়ার কার্যকর সুবিধা প্রদান করা যাতে পরিবেশগত Nudge ব্যবহার এবং কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা রাখতে পারে	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর/ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর/জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ এলজিইডি/ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর/ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি/এনজিও	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ ইউনিসেফ/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	২৫ মিলিয়ন ডলার
৬.২.১১	স্কুলে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা এবং সমাজে স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত আচরণ পরিবর্তনকে উৎসাহিত করা। সকল টিচিং ও নন টিচিং স্টাফ যাতে একসাথে মহামারী প্রস্তুতিসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ শিক্ষা কার্যক্রম সচল রাখতে ভূমিকা রাখে তা নিশ্চিতে গুরুত্বারোপ করা	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর/ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি/ এনজিও	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ ইউনিসেফ/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	২ মিলিয়ন ডলার
৬.২.১২	ওয়াসা ও সিটি কর্পোরেশনভুক্ত এলাকায় পাইপ নেটওয়ার্কে ছিদ্র সনাক্তকরণ ও পর্যবেক্ষণ, রিপোর্টিং এবং মেরামত কার্যক্রম জোরদার করা	ওয়াসা/ সিটি কর্পোরেশন	স্থানীয় সরকার বিভাগ	১০ মিলিয়ন ডলার
৬.২.১৩	নগর কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ওয়াসা কর্তৃক সড়ক জীবাণুমুক্তকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা	ওয়াসা/ সিটি কর্পোরেশন	স্থানীয় সরকার বিভাগ	৪ মিলিয়ন ডলার
৬.২.১৪	ডিপিএইচই, ওয়াসা, ডিজিএইচএস, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদের যেসব	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ এনজিও/ বেসরকারি	৫ মিলিয়ন ডলার

ক্রমিক	অগ্রাধিকার-প্রাপ্ত কার্যাবলি	বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রধান সংস্থা	সহযোগী/ সহায়তাকারী সংস্থা	অনুমিত বাজেট (মার্কিন ডলার)
	কর্মী ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি আছে এমন এলাকায় দায়িত্বপালন করছেন তাদেরকে নিরাপত্তা সামগ্রী (যেমন মাস্ক এবং হ্যান্ড গ্লাভস) প্রদান করা	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা	খাত/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	
৬.২.১৫	প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতামূলক প্রচারের মাধ্যমে কোভিড-১৯ সংক্রমণের ঝুঁকি হ্রাস করতে ফ্রন্টলাইন স্যানিটেশন এবং বর্জ্য কর্মীদের সক্ষমতা তৈরি করা	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ এনজিও	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ বেসরকারি খাত/ ইউনিসেফ/ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা/ উন্নয়ন সহযোগী	২ মিলিয়ন ডলার
৬.২.১৬	কোভিড-১৯ সংক্রমণ হ্রাসে পানির গুনগতমান পরীক্ষাসহ পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পানি পরিশোধন কৌশল সংক্রান্ত ভালো শিখন উপস্থাপন করা	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ ওয়াসা/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ এনজিও	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ ইউনিসেফ/ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	৩ মিলিয়ন ডলার
৬.২.১৭	সকলের জন্য জাতীয় মাল্টি-সেক্টরাল হ্যান্ড হাইজিন ক্যাম্পেইন (HH4A) অনুমোদন এবং প্রবর্তন করা	পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা-স্থানীয় সরকার বিভাগ/ ইউনিসেফ/ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা/ ওয়াটার এইড	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়/ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়/ শিক্ষা মন্ত্রণালয়/ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ বেসরকারি খাত/ এনজিও/উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	৫ মিলিয়ন ডলার
৬.২.১৮	নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের সাথে অংশীদারিত্ব স্থাপন করা: হাত ধোয়া স্টেশন/ সুবিধা/ হ্যান্ড হাইজিন এবং পরিষ্কারের পণ্যসমূহ; প্রযুক্তিগতভাবে সম্ভব, বাণিজ্যিকভাবে টেকসই এবং ব্যবহারকারী-পছন্দসই হাত ধোয়া স্টেশন/ উপাদান সনাক্তকরণ; ডিজাইন পরিবর্তন; হাত ধোয়া স্টেশনগুলোর প্রচারণামূলক সামগ্রী তৈরি ; এবং হাত ধোয়া স্টেশন পণ্যসামগ্রীতে স্থানীয় ওয়াশ উদ্যোক্তাদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে সরবরাহ চেইন শক্তিশালী করা	পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা-স্থানীয় সরকার বিভাগ/ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ইউনিসেফ/ এনজিও	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ বেসরকারি খাত/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	২ মিলিয়ন ডলার
৬.২.১৯	কোভিড-১৯ সংক্রমণ হ্রাস করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ওয়াশ অবকাঠামোর টেকসই পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে কার্যকারিতা এবং ব্যবহার তদারকি করার একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। পাশাপাশি, ভোক্তা/ব্যবহারকারী কেন্দ্রীক মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন করার মাধ্যমে ইউনিসেফ এর U-Report[২৬] অনুযায়ী ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে সেবার মান সম্পর্কে জনগণের মতামত ও প্রতিক্রিয়া জানা	পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা-স্থানীয় সরকার বিভাগ/ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ ওয়াসা	ইউনিসেফ/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	১ মিলিয়ন ডলার

[26]**United Nations Children's Fund, 'About U-Report', 2018:** U-Report is a social messaging tool, in the form of a packaged product built on the Rapid Pro open source software that enables and empowers people to speak out and provide their perspective on a wide range of important issues in their communities. U-Report is a free, non-exclusive tool for community participation, but aims to empower young people to engage in citizen-led development and create positive change.

ক্রমিক	অগ্রাধিকার-প্রাপ্ত কার্যাবলি	বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রধান সংস্থা	সহযোগী/ সহায়তাকারী সংস্থা	অনুমিত বাজেট (মার্কিন ডলার)
৬.২.২০	অন্তবর্তীকালীন পর্যায়ে কোভিড-১৯ মোকাবেলা জোরদার এবং জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরুরি সংকট বা অতিমারি মোকাবেলার ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির লক্ষ্যে ওয়াশ সেবাসমূহ টেকসই করার জন্য সরকারি সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ ইউনিসেফ/ইউএনডিপি/ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা/ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ ওয়াসা/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ এনজিও/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	২ মিলিয়ন ডলার
৬.২.২১	এ সেক্টরের কোভিড-১৯ মোকাবেলা এবং সামগ্রিক কর্মদক্ষতা উন্নয়নের জন্য সেক্টরে গবেষণা, গবেষণা লব্ধ প্রমাণ এবং ধারণা সৃষ্টি করা (যেমন কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে ব্যবহারজনিত কারণে দূষিত পানি পরীক্ষা করা, কারণ এ পানি কোভিড -১৯ সংক্রমণের একটি সম্ভাব্য কারণ হতে পারে, মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং অপর্যাপ্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কারণে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মী, কমিউনিটি, রোগী এবং হাসপাতালকর্মীদের ঝুঁকির মুখোমুখি করে, এটি কীভাবে জনস্বাস্থ্য ও পানির নিরাপত্তার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে তা পর্যালোচনা করা; কোভিড-১৯ ছাড়াও অন্যান্য সংকট যেমন সাইক্লোন আম্ফান এবং ২০২০ সালের বন্যা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত শিক্ষা)	পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা- স্থানীয় সরকার বিভাগ/ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ ওয়াসা/ আইসিডিডিআর,বি/ আইটিএন-বুয়েট/ বিশ্ববিদ্যালয়	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ ইউনিসেফ/ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	৩.২৭ মিলিয়ন ডলার
৬.২.২২	সেক্টর সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ জোরদার করার জন্য ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সেক্টর ডেভলপমেন্ট প্ল্যান (এসডিপি) সংশ্লিষ্ট থিমেটিক গ্রুপসমূহ, স্থানীয় পরামর্শক গ্রুপ-পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরামকে পুনরুজ্জীবিত করা; টিকে থাকার সক্ষমতা ও ন্যায্যতা বাড়াতে এবং আরও ভালো করে পুনরায় শুরুর ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হতে পারে।	পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা- স্থানীয় সরকার বিভাগ	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ ইউনিসেফ/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	০.৫ মিলিয়ন ডলার

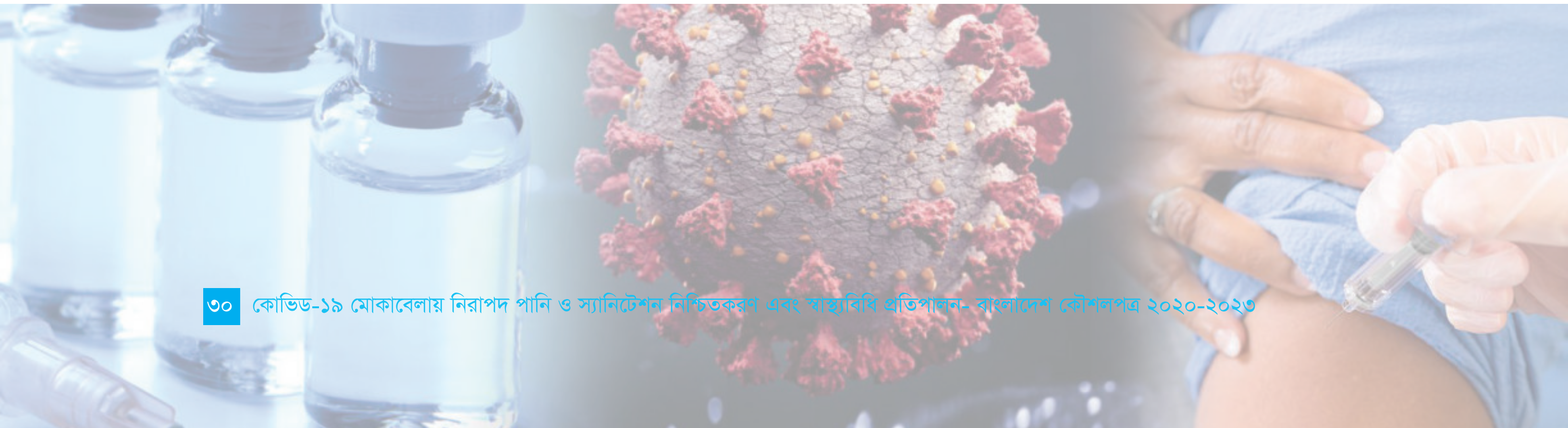

ক্রমিক	অগ্রাধিকার-প্রাপ্ত কার্যাবলি	বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রধান সংস্থা	সহযোগী/ সহায়তাকারী সংস্থা	অনুমিত বাজেট (মার্কিন ডলার)
৬.৩	**সিস্টেম সম্প্রসারণ পর্যায়: দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম (জুলাই ২০২২থেকে ডিসেম্বর ২০২৩) ৭৩৩.৭৫ মিলিয়ন ডলার**			
৬.৩.১	ওয়াসার কার্যক্রম বিদ্যমান এমন সিটি কর্পোরেশনসহ ১২টি সিটি কর্পোরেশন, ৩২৮টি এ, বি, সি ক্যাটাগরির পৌরসভায় বিনামূল্যে রেসিডুয়াল ক্লোরিন (এফআরসি) পরীক্ষা, ওয়াটার সেফটি প্ল্যান, অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ সিস্টেম প্রতিষ্ঠাসহ বিদ্যমান এবং নতুন পাইপযুক্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় ইনলাইন ক্লোরিনযুক্ত পানির সম্প্রসারণ করা	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ ওয়াসা/ এলজিইডি/ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ এনজিও/ ইউনিসেফ/ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	৩০০ মিলিয়ন ডলার
৬.৩.২	নগর কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ওয়াসা কর্তৃক সড়ক জীবাণুনাশক কার্যক্রম চলমান রাখা	ওয়াসা/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা	স্থানীয় সরকার বিভাগ	৫ মিলিয়ন ডলার
৬.৩.৩	ওয়াসার আওতাভুক্তসহ অন্যান্য বড় সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার ১৩,০০০ স্বল্প আয়ের কমিউনিটিতে পাইপ নেটওয়ার্ক এবং পানি সরবরাহের বৈধ সংযোগ, স্যানিটেশন এবং হাত ধোয়ার সুবিধা বৃদ্ধি করা	ওয়াসা/ এলজিইডি/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ এনজিও/ ইউনিসেফ/ ইউএনডিপি	১০০ মিলিয়ন ডলার
৬.৩.৪	দুর্গম এলাকায় পানি সরবরাহের পরিধি বাড়ানো যেমন, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী অঞ্চল, উপকূলীয় এলাকা, হাওড়, খরাপ্রবণ জেলা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ অঞ্চল	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ এনজিও	১০০ মিলিয়ন ডলার
৬.৩.৫	কোভিড-১৯ সংক্রমণ হ্রাসের লক্ষ্যে স্বাস্থ্যবিধি আচরণ টেকসই ও জোরদার করার জন্য মাল্টি-সেক্টরাল জাতীয় এইচএইচ-৪এ ক্যাম্পেইন চালু করা; সরকারি, বেসরকারি এবং এনজিও প্রতিষ্ঠানের জন্য হাত ধোয়া সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধির উপর মানসম্পন্ন ও সহজ বার্তা তৈরি করা। স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা এবং কোয়ারেন্টিন ও আইসোলেশন সেন্টারের জন্য প্রচেষ্টাকে অগ্রাধিকার প্রদান; ব্যাপকভিত্তিক প্রচারাভিযানের পাশাপাশি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীগুলিকে (যেমন, যারা অন্যদের সেবায় নিয়োজিত, পুরুষ, ভাষাগত সংখ্যালঘু, ছোট বাচ্চাদের বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী) উদ্দেশ্য করে লক্ষ্যভিত্তিক প্রচারাভিযান বৃদ্ধি করতে হবে। কর্মসূচি গ্রহণের ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে, দীর্ঘমেয়াদে এসব আচরণকে টিকিয়ে রাখতে গুরুত্ব দিতে হবে	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ ওয়াসা/ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ এলজিইডি/ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর/ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর/ পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা কাউন্সিলসমূহ/ বেসরকারি খাত/ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়/ এনজিও/ ইউনিসেফ/ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা/ ওয়াটার এইড	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়/ শিক্ষা মন্ত্রণালয়/ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	১০ মিলিয়ন ডলার
৬.৩.৬	ইউনিয়ন গ্রোথ সেন্টার, জনসমাগম এবং বাজার এলাকায় ২০,০০০ হাত ধোয়ার স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা এবং এগুলোর যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা; সিস্টেম শক্তিশালীকরণ পর্যায়ে যেসব ইউনিয়নকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি এমন সব ইউনিয়নে হাত ধোয়ার স্টেশন স্থাপন করা	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ এলজিইডি/ ওয়াসা/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ এনজিও	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ বেসরকারি খাত/ ইউএনডিপি/ ইউনিসেফ	১০ মিলিয়ন ডলার

ক্রমিক	অগ্রাধিকার-প্রাপ্ত কার্যাবলি	বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রধান সংস্থা	সহযোগী/ সহায়তাকারী সংস্থা	অনুমিত বাজেট (মার্কিন ডলার)
৬.৩.৭	১০০,০০০ স্কুলে টেকসই হাত ধোয়ার সুবিধা (শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে দলভিত্তিক হাত ধোয়ার জন্য সাবান এবং চলমান পানির সুবিধাসহ) এবং পরিবেশগত Nudge ব্যবহার ও কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থাপন; টয়লেটগুলোতে সাবান এবং পানির সাথে কার্যকর হাত ধোয়ার সুবিধা নিশ্চিত করা; এসব সুবিধা যেন সকলে পায় তা নিশ্চিত করা; এটা নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে স্কুলসমূহ বৃহত্তর কার্যক্রমের সাথে সংগতি রেখে সাবান ও পানির ব্যবস্থা করবে এবং স্কুলে পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি কর্মসূচি সম্প্রসারণকে অগ্রাধিকার দান	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর/ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর/ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর/ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর/ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ এলজিইডি/ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর/ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি/ এনজিও	শিক্ষা মন্ত্রণালয়/ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ ইউনিসেফ/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	৮০ মিলিয়ন ডলার
৬.৩.৮	স্কুলে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা এবং কমিউনিটিতে স্বাস্থ্যবিধি আচরণ পরিবর্তনকে উৎসাহিত করা; সকল টিচিং ও নন টিচিং স্টাফ যাতে একসাথে মহামারী প্রস্তুতিসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ এবং শিক্ষা কার্যক্রম সচল রাখতে ভূমিকা রাখে তা নিশ্চিতে গুরুত্বারোপ করা এবং শিক্ষার্থীদের হাত ধোয়া উৎসাহিত করতে এবং তা পরিবীক্ষণে বিদ্যালয়গুলোতে রিয়েল - টাইম পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর/ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর/ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর/ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর/ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর/ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর/ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি/এনজিও	শিক্ষা মন্ত্রণালয়/ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ ইউনিসেফ/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	৫ মিলিয়ন ডলার
৬.৩.৯	বাস্তবায়ন ও চাহিদার উপর ভিত্তি করে সারা দেশে ৫০০০ এইচসিএফ-তে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ উন্নত এবং টেকসই ওয়াশ সেবা বাস্তবায়ন পর্যায়ে তৈরি করা	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ এনজিও	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ বেসরকারি খাত/ ইউনিসেফ/ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	৫ মিলিয়ন ডলার
৬.৩.১০	দীর্ঘস্থায়ী আচরণ পরিবর্তন এবং ওয়াশ কার্যক্রমকে সামাজিক নিয়ম হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে ওয়াশ সেবাসমূহ চালু রাখা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং অপারেশনাল প্রোটোকলে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিনিয়োগ করা	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ বেসরকারি খাত/ ইউনিসেফ/ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	২ মিলিয়ন ডলার
৬.৩.১১	স্বাস্থ্যসেবা সুবিধাগুলিতে কঠিন বর্জ্য, পয়ঃবর্জ্য ও চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পদ্ধতিগত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভাসমূহ	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ বেসরকারি সহযোগী সংস্থা/ বেসরকারি খাত/ ইউনিসেফ/ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	১০ মিলিয়ন ডলার

ক্রমিক	অগ্রাধিকার-প্রাপ্ত কার্যাবলি	বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রধান সংস্থা	সহযোগী/ সহায়তাকারী সংস্থা	অনুমিত বাজেট (মার্কিন ডলার)
৬.৩.১২	৬৪ জেলায় কঠিন বর্জ্য ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্বক্ষেত্র স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (এলজিআই), হাসপাতাল এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সুসমন্বয় করা; বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্বব্যাংক এবং ইউএনইপি নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোভিড-১৯ রোগীর বর্জ্যসহ মেডিকেল বর্জ্য যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা করা, যাতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িতরাসহ পরিবেশ এবং আশেপাশের কমিউনিটির উপর এর বিরূপ প্রভাব না পড়ে	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভাসমূহ/ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ এলজিইডি	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ বেসরকারি সংস্থা/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	৫০ মিলিয়ন ডলার
৬.৩.১৩	ফ্রন্টলাইন স্যানিটেশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত কর্মীদের কোভিড-১৯ সংক্রমণের ঝুঁকি হ্রাসের জন্য প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক প্রচারের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা	সিটি কর্পোরেশনসমূহ/ পৌরসভাসমূহ/ ওয়াসাসমূহ	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ বেসরকারি সংস্থা/ বেসরকারি খাত/ ইউনিসেফ/ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	৫ মিলিয়ন ডলার
৬.৩.১৪	হাত ধোয়ার স্টেশন বা সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন চ্যানেলে বেসরকারি খাতের সাথে এক সঙ্গে কাজ করা; স্পন্সরশিপ পাওয়ার বেলায় বেসরকারি খাতকে খরচের বিবরণ, বিজ্ঞাপন সুবিধা, খরচ ভাগাভাগির বিবরণ ইত্যাদি জানানো; হ্যান্ড ওয়াশিং উপকরণ তৈরিতে শীর্ষস্থানীয় কোম্পানিসহ বেসরকারি খাতকে হ্যান্ড ওয়াশিং স্টেশন বা সুবিধা এবং সাবান, তরল হ্যান্ডওয়াশ বা ডিটারজেন্ট ও টয়লেট পরিষ্কারের বিভিন্ন উপাদান উৎপাদনে আগ্রহী করা	পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা- স্থানীয় সরকার বিভাগ/ বেসরকারি খাত/ ইউনিসেফ/ বেসরকারি সংস্থাসমূহ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ওয়াসাসমূহ/ এলজিইডি/ সিটি কর্পোরেশনসমূহ/ পৌরসভাসমূহ/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	২ মিলিয়ন ডলার
৬.৩.১৫	হ্যান্ড ওয়াশিং কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার জন্য বেসরকারি খাতকে আর্থিক সুবিধাসহ প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদান: গরীব ও বিভিন্ন শ্রেণির ভোক্তাদের লক্ষ্য করে স্যানিটেশন হ্যান্ড ওয়াশিং সুবিধা ইত্যাদি কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার জন্য ভর্তুকি ও ক্ষুদ্র আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রদত্ত (এমএফআই) এর ঋণ কর্মসূচিতে সুযোগ প্রদান এবং বিক্রয় কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের	পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন[২৭]/ ক্ষুদ্র আর্থিক প্রতিষ্ঠান	এফআইডি (অর্থ মন্ত্রণালয়)/ স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ আইডিই(এনজিও)/ ইউনিসেফ	২০ মিলিয়ন ডলার

[২৭] An apex development organisation established by the Ministry of Finance, the Government of Bangladesh (GoB) in May 1990.

ক্রমিক	অগ্রাধিকার-প্রাপ্ত কার্যাবলি	বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রধান সংস্থা	সহযোগী/ সহায়তাকারী সংস্থা	অনুমিত বাজেট (মার্কিন ডলার)
	অনানুষ্ঠানিক উদ্যোক্তাদের, বিশেষ করে ল্যাট্রিন উৎপাদনকারীদের সহায়তা করা			
৬.৩.১৬	কোভিড-১৯ মোকাবেলার অন্তবর্তীকালীন কার্যক্রম এবং ভবিষ্যতের প্রস্তুতি জোরদারকরণের লক্ষ্যে ওয়াশ সেবা টেকসই করার জন্য ওয়াশ সম্পর্কিত বিভিন্ন লাইন সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ ওয়াসাসমূহ/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভাসমূহ/	ইউনিসেফ/বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা/ ইউএনডিপি বেসরকারি সংস্থা/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	৪ মিলিয়ন ডলার
৬.৩.১৭	কোভিড-১৯ সংক্রমণ হ্রাস করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ওয়াশ অবকাঠামোর টেকসই পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে কার্যকারিতা এবং ব্যবহার তদারকি করার একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা; পাশাপাশি ভোক্তা/ব্যবহারকারী কেন্দ্রিক মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন করার মাধ্যমে ইউনিসেফ এর U-Report অনুযায়ী ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে সেবার মান সম্পর্কে জনগণের মতামত ও প্রতিক্রিয়া জানা	পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা- স্থানীয় সরকার বিভাগ/ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ ওয়াসাসমূহ	ইউনিসেফ/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	২ মিলিয়ন ডলার
৬.৩.১৮	কোভিড-১৯ মোকাবেলা এবং স্যানিটেশন ও ওয়াসা সেক্টরের সামগ্রিক কর্মক্ষমতা উন্নয়নের জন্য গবেষণা, গবেষণা লব্ধ প্রমাণ এবং ধারণা সৃষ্টি করা; বিভিন্ন আচরণ পরিবর্তন পদ্ধতির কার্যকারিতা, হ্যান্ড ওয়াশিং ডিভাইস, প্রতিবন্ধীদের জন্য সমাধান ব্যবস্থা, আরও ভাল জরুরি রেসপন্সসহ শহুরে বস্তি অঞ্চলের সমস্যার সমাধান; বাজার ভিত্তিক সমাধানগুলোকে জরুরি ভিত্তিতে কোভিড-১৯ মোকাবেলা করতে আরো সংহতকরণ বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা	পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা- স্থানীয় সরকার বিভাগ/ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ ওয়াসাসমূহ/ আইসিডিডিআর,বি/ আইটিএন-বুয়েট/ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ ইউনিসেফ/ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	২১.২৫ মিলিয়ন ডলার
৬.৩.১৯	সেক্টর সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ জোরদার করার লক্ষ্যে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সেক্টর ডেভলপমেন্ট প্ল্যান (এসডিপি) সংশ্লিষ্ট থিমেটিক গ্রুপসমূহ, স্থানীয় পরামর্শক গ্রুপ -পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ফোরামকে পুনরুজ্জীবিত করা; টিকে থাকার সক্ষমতা ও ন্যায্যতা বৃদ্ধিতে এবং আরও ভালো করে পুনরায় শুরুর ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হতে পারে।	পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা- স্থানীয় সরকার বিভাগ	ইউনিসেফ/ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ	২.৫ মিলিয়ন ডলার